৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ৯ কার্ত্তিক – ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩১ ঃ ২৬ অক্টোবর – ১ নভেম্বর, ২০২৪ Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 2, 26 October - 1 November, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : হাসপাতালে নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনের

মাঝে ভয়াবহ আগুন লাগল শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালের দোতলায় পুরুষদের সার্জিকাল ওয়ার্ডে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্য ওয়ার্ডেও। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রোগীদের।

রবিবার : ভারতের প্রথম মেট্রো রেল কলকাতা মেট্রোর চার

দশক পূর্তি উপলক্ষে এক হেরিটেজ ওয়াক অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রসদন থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। সকাল ৮ টায় শুরু হয়ে শেষ হয় সকাল ১০ টায়। ওয়াক জুড়ে শোনা যায় কলকাতা মেট্রোর পুরানো গল্প।

সোমবার : চায়ের পেয়ালায় বিষ! এমনই তথ্য দিল ফুড সেফটি

অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। তারা অনুসন্ধান করে দেখেছে বেশিরভাগ চায়েই রয়েছে রাসায়নিক ও ক্ষতিকর কীটনাশকের উপস্থিতি। চা পর্ষদ বলছে, অনেক সংস্থাই নিয়ম মানছে না।

মঙ্গলবার : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে ফের বৈঠক হল জুনিয়ার

ডাক্তারদের। এবার অবশ্য লাইভ স্ট্রিমিংয়ের বাধা হয়নি সুপ্রিম কোর্টে চলা আরজি কর মামলা। এই আলোচনা খুশি করতে পারেনি ডাক্তারদের। তাঁদের আমরণ অনশন উঠেছে অভয়ার মা বাবার অনুরোধে।

বুধবার : ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী

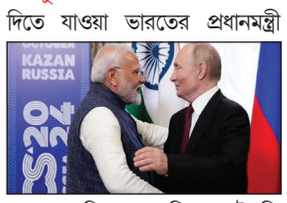

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মিলনে ঝরে পড়লো উষ্ণতা। আলোচনায় দুজনের বক্তব্যেই উঠে এলো দীর্ঘ ভারত–রাশিয়া সম্পর্কের কথা।

বৃহস্পতিবার : সীমান্ত নিয়ে খারাপ হওয়া ভারত–চিন সম্পর্কের

বরফ গলার ইঙ্গিত মিলল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিন পিং–এর সাক্ষাতে। দুজনে কথা বললেন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে।

শুক্রবার : পূর্বাভাস মতো ওড়িশার ধামারা বন্দর ও ভিতরকণিকার মাঝে

আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় দানা। রাত ১২ থেকে ল্যান্ডফল শুরু হয় দানার। ফলে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকার শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টিপাত।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দানা দেখাল আবাসের দুর্বলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৃহহীন বা ভঙ্গুর গৃহে বসবাসকারী দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু হয়েছিল ২০১৫ সালে। প্রথমে আরবান নামে শহরের এবং পরে গ্রামীণ এলাকার জন্য। প্রকল্পটি এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে সেটি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়। প্রতিবার ভোটের আগে এই প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে চর্চা চলে দেশ জুড়ে।

পশ্চিমবঙ্গও তার বাইরে নয়। এখানে আবার রাজ্য সরকার সব সাফল্য নিজে করায়ত্ত করতে প্রকল্পের নামই বদলে দিয়েছে। এর প্রাদেশিক নাম হয়েছে বাংলার বাড়ি। বদলে গিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নির্ধারিত রংও। জনপ্রিয় প্রকল্পের ফায়দা কুক্ষিগত করতে মাঠে নেমে পড়ে শাসক দলের দাদা দিদিরা। যথেচ্ছ তালিকা তৈরি থেকে কাটমানি নেওয়া কিছুই বাদ যায়নি। মানুষের ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতে হয় কাটমানির অভিযোগ। এমনকী রাজ্যে আগত কেন্দ্রীয় দলের রিপোর্টের পরে প্রায় ২০০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে হয় রাজ্য সরকারকে। বার বার দিল্লিতে ধর্ণা দিতে হয় আটকে থাকা বরাদ্দ ছাড়িয়ে আনতে। তবু বরফ গলে নি। অধরাই থেকে গিয়েছে বরাদ্দের অর্থ। যারা বাড়ি বানাবার টাকা পেল না বা যারা কাটমানির ফলে অর্ধেক টাকা পেয়ে ছাদ দিতে পারছে না তাদের ক্ষোভ আছড়ে পড়তে পারে নির্বাচনে। এই ভয়ে গত লোকসভা ভোটের আগে ফর্ম বিলি করে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছাড়া নিজেরাই বাড়ি বানিয়ে দেবে

কুলতলী ব্লকের জলাবেড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভাঙল মাটির বাড়ি। — নিজস্ব চিত্র

বলে প্রতিশ্রুতি দিল রাজ্য সরকার। সাফল্যের সঙ্গে পারও হল নির্বাচনের তরি। ফের সামনে রাজ্যে ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। তার আগে শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি তালিকা যাচাই। আর তা নিয়ে এখন শোরগোল চরমে উঠেছে গ্রাম বাংলায়। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মাল জানালেন, ২০১৭–১৮ সালে ইন্দিরা আবাস যোজনার উপভোক্তা নিয়ে একটি সার্ভে হয়েছিল। সেখানে সাউথ বাওয়ালি অঞ্চলের জন্য ৬১৬ জনের লিস্ট করা হয়। পুনরায় সেই লিস্ট সার্ভে করার পর মাত্র ২৪১ জনের নাম ঠিক হয়। এমনকী তপনবাবুর নিজের বুথে যেখানে ২৮ জনের নাম ছিল তা থেকে মাত্র ২ জন নির্বাচিত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উপপ্রধানও যথেষ্ট বিরক্ত। তিনি বলেন, ২ জন যদি মাত্র ঘর পান তাহলে ২৬ জন মানুষ ক্ষোভ উগরে দেবে। তার থেকে কেউ যেন না পায়। ভোটের প্রাক্কালে শাসক দল যে ফর্ম ফিলাপ করেছিল আবাস যোজনার জন্য সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়নি।

এসব দেখে শুনে জনমনে প্রশ্ন, ফের তালিকা কেন? যে তালিকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে সেটা কি তাহলে সত্যি ভুয়ো তালিকা ছিল? নির্বাচনের আগে যে ফর্ম বিলি করা হল তার যাচাইতে এত গড়মিল কেন? তবে কি নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে যার ঘর আছে তাকেও ফর্ম দেওয়া হয়েছিল? যাদের ঘরের টাকা কাটমানিতে খেয়ে গিয়েছে তাদের নাম কি নতুন তালিকার ভিড়ে হারিয়ে যাবে? যেসব হতভাগ্য অর্ধেক টাকা পেয়ে বাকি টাকার আশায় দিন গুণছে তাদের কি হবে?

আবাস যোজনা নিয়ে যখন এত প্রশ্ন ভিড় করে আসছে তখন ফের এল আরেক ঘূর্ণিঝড় দানা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে আবাস যোজনার দুর্বলতা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন দানা দুর্যোগ কবলিত মাত্র কয়েকটি ব্লকের সাড়ে ৩ লক্ষ মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের অন্যত্র সরাবার প্রয়োজন। রাজ্য ধরলে বঞ্চিত গৃহহীনের সংখ্যা তো কয়েক কোটি ছাড়াবে।

ইতিমধ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে আরও ৩ কোটি আবাস নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা–২ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। বিনিয়োগ হবে ১০ লক্ষ কোটি টাকা। ভাবতেও খারাপ লাগে স্রেফ দুর্নীতির কারণে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে দরিদ্র বাঙালি। ফের আরেকটা ঘূর্ণিঝড় এসে দেখিয়ে দেবে বাঙালির আবাস যন্ত্রণা। প্রতি দুর্যোগে গুণতে হবে আশ্রয় কেন্দ্রের উপস্থিতি।

প্রতিবাদে নেই কারা খোঁজ চলছে তাদের

ওঙ্কার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূমি সমুদ্রে এখন স্বাস্থ্য মন্থন চলছে। মন্দার পর্বতের মতো এই মন্থনের দণ্ড স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঘিরে একদিকে দড়ি ধরে টানছেন ডাক্তাররা আর অন্যদিকে টানছে সিবিআই। ডাক্তারদের সঙ্গে টানাটানিতে হাত লাগিয়েছে নাগরিক সমাজ। এই মন্থণ থেকে যা গরল উঠে আসছে তা যাচাই হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে। মন্থন চলছে তবু এখনও দেখা নেই অমৃত নামক স্বচ্ছ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার। তবে যার এই অমৃত ভাণ্ড নিয়ে হাজির হওয়ার কথা সেই রাজ্য সরকার ও তার চালিকা শক্তি শাসক দল কিন্তু নির্বিকার। এই মন্থনে যেন কিছুই যায় আসে না তাদের। তারা জানে আগের মত কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় এই তদন্ত চলতেই থাকবে। কারণ মৃতদেহ পুড়িয়ে, ফুটপ্রিন্ট মুছে, ভাঙচুর করে প্রমাণ লোপাটের কাজটা দক্ষতার সঙ্গে করে দিয়েছেন বশংবদ অফিসাররা। তারা জানে এখনও সমাজের বড় অংশ এই প্রতিবাদে যোগ দেয়নি। তারা নিশ্চিত দরিদ্র ও সংখ্যালঘু জনগন সরকারি দান আর তোষণের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে নিজের ক্ষতি করতে এসব ইন্টেলেকচুয়াল আন্দোলনে যোগ দেবে না। এমন কোনো নেতাও আজ বাংলায় নেই যিনি খেটে খাওয়া মানুষকে এই আন্দোলনে শামিল করতে পারেন। তাই আদৌ এই মন্থনে অমৃত উঠবে কি না তা নিয়ে শংসয় ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে।

এ রাজ্যের শাসক দলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এ রাজ্যের বিরোধী তথা কেন্দ্রের শাসক দল। কারণ দুজনেই একমত ডাক্তারদের এই আন্দোলনে আছে বামেদের পরক্ষ মদত। তাই এদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযুক্তিতে দু তরফেরই ক্ষতি। দুদলেরই লক্ষ্য চলতি প্রতিবাদে শামিল না হওয়া মানুষকে একজোট করা এবং তাকে আগামী উপ নির্বাচনে ভোট ব্যাংকে পরিণত করা। বিজেপি নিজেদের জল মাপতে তাই শুরু করেছে সদস্য সংগ্রহ অভিযান, তৃণমূল বিজয়া সম্মিলনীর নামে মানুষের কাছে গিয়ে মনে করিয়ে দিতে চায় তাদের দেওয়া দান খয়রাতির কথা। দুজনেরই টার্গেট প্রতিবাদের বাইরে থাকা মানুষ যারা এখনও বামপন্থীদের 'খপ্পরে' পড়েনি বলে তাদের বিশ্বাস তাদের সমর্থন আদায়। তাই রাজ্যের শাসক দলের মুখপাত্র বলেই দিয়েছেন যারা আন্দোলনের নামে অরাজকতা তৈরী করছে তারা আগামী নির্বাচনে তৃতীয় হবে। আর বিরোধীদলের মতে নেচে গেয়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে কিছুই হবে না।

যাদের দিকে এই ইঙ্গিত সেই বামেরা এখন বুঝতে পারছে অন্দোলনের শুরুতে তারা পুরোভাগে থাকলেও ডাক্তারদের দল নিরপেক্ষ রাখতে গিয়ে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। নেতারা ঠিক করতে পারছে না পুরানো দল, পুরানো প্রতীক ছেড়ে নতুন এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করে আর একবার শেষ চেষ্টা করবেন কিনা। বামেদের সঙ্গে থাকা কংগ্রেস সভাপতি পাল্টে মুখে একটু অন্য রং লাগিয়ে আসরে নামতে চাইলেও বেশ বিভ্রান্ত। প্রতিবাদের বাইরে থেকে তৃণমূল, নাকি প্রতিবাদের সঙ্গে থেকে বাম, কার সাথে থাকলে ভবিষ্যতে ফায়দা মিলতে পারে সেই ভাবনায় ব্যাকুল কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বামেদের সঙ্গঁে ছেড়ে উপনির্বাচনে নিজেদের শক্তি যাচাইয়ে আবতীর্ণ। এ রাজ্যে শাসক দলের বড় ভরসা দুর্নীতির প্রতি বাঙ্গালীর মনোভাব।

সারদা, নারদ, পাচার, শিক্ষা দুর্নীতি, কিছুই আঁটকাতে করতে পারেনি তৃণমূলের ভোট জয়ের ঘোড়া। এবারও স্বাস্থ্য দুর্নীতিও কিছুই করতে পারবে না বলেই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তারা মনে করে এবারও বড় ভূমিকা নেবে প্রতিবাদের বাইরে থাকা সরকারি দান ভোগী মানুষ। ফলে এবারেও নির্বাচনের ফলাফলে কোনো হেরফের হবে না। আবার বিজেপি নেতা অমিত শাহ আসছেন তাঁর দলের অবস্থা বুঝতে। কেমন চাঙ্গা হয়েছে দল, মানুষের মধ্যে কতটা গ্রহণযোগ্যতা বাড়লো দলের অমিত সেটাই বুঝে নিতে চান নির্বাচনের আগে। বলাবহুল্য, প্রতিবাদীরা যদি বামপন্থী হয় তাহলে তাদেরও টার্গেট সেই প্রতিবাদের বাইরে থাকা জনগণ। তাই এই বিক্ষোভের আবহে প্রতিবাদে সামিল না হওয়া মানুষ কোন দিকে ঝুঁকবে সেটাই হবে রঙ্গঁ রাজনীতির আগামী দিক নির্দেশ।

দানার প্রভাবে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দানা ঘূর্ণিঝড় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী উড়িষ্যা জেলার ধামরায় ল্যান্ডফল করলো শুক্রবার গভীর রাতে। দানা ঘূর্ণিঝড় সরাসরি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আঘাত না হানলেও ঘূর্ণিঝড় এর জেরে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়েছে গোটা জেলা জুড়ে। বড় কোন দুর্ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপক বৃষ্টির জেরে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল কার্যত বন্ধের চেহারা নেয় বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে। শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টির তীব্রতা বেড়েছে সর্বত্র। রাস্তাঘাটে যান চলাচল কমে যায় এবং মানুষজনও খুব একটা বের হন না। যারা কাজে বেরিয়েছিলেন তারা পড়েন সমস্যায়। বেসরকারী ও সরকারী বাস খুব বেশি চলছিল না। হাতে গোনা কয়েকটি অটো সুযোগ বুঝে যেমন খুশি ভাড়া দাবি করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের একদিন আগে থেকেই উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন মানুষদের অন্যত্র সরিয়ে আনে প্রশাসন। ২৩ অক্টোবর থেকে টানা চারদিন বিভিন্ন বিদ্যালয় ও আইসিডিএস সেন্টারগুলি ছুটিও ঘোষণা করা হয়। কাকদ্বীপ সাব ডিভিশনের আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। গোবর্ধনপুর এলাকায় নদী বাঁধে সামান্য ফাটলো দেখা যায়। সাগরদ্বীপে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া সাগর তটেও ভাঙ্গন বাড়ছে। কয়েক মাস পরেই গঙ্গাসাগর মেলা তাই নতুন করে আবার উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের।

এরপর দুয়ের পাতায়

প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে কপিলমুনির মন্দির এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দানার হাত থেকে সাগরদ্বীপের সকল বাসিন্দাদের রক্ষা করেছে বাবা কপিলমুনি বলে এমনটাই দাবি কপিলমুনি মন্দিরের মহন্তর। ঘূর্ণিঝড় দানা বৃহস্পতিবার রাতে তাণ্ডবলীলা চালায় উড়িষ্যার উপকূল তীরবর্তী এলাকায়গুলিতে। আতঙ্ক থাকলেও তবে সুন্দরবনের এলাকায় এর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের মতন ঘূর্ণিঝড় দানা সুন্দরবন উপকূল তীরবর্তী এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাতে পারে এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন আবহাওয়াবিদরা। যার জেরে জেলা জুড়ে জারি করা হয়েছিল লাল সর্তকতা। এখন গঙ্গাসাগর কার্যত পুণ্যার্থী শূন্য। তবে নিয়ম মেনে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে চলছে পূজো পাঠ। তবে কপিলমুনি মন্দিরের প্রধান দরজা পূণ্যার্থীদের জন্য বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালেও মন্দিরের প্রধান দরজা বন্ধ আছে।

শুক্রবার সকালে কপিলমুনি মন্দিরে পুরোহিত রামানন্দ দাস বলেন, সাগরদ্বীপকে এই ঘূর্ণিঝড় দানার হাত থেকে রক্ষা করেছেন কপিলমুনি। এদিকে সাগরে বৃহস্পতিবার রাতের ঘূর্ণিঝড়ে কিছু গাছপালা উপড়ে পড়েছে। ঘোড়ামারা, ধবলাট সহ একাধিক জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উদ্ধার পোড়া ওষুধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: তারাপীঠ স্টেশন লাগোয়া জাতীয় সড়কের একটি কাঁদরের ধারে পোড়ানো ওষুধগুলির হদিস পাওয়া গেছে, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের তদন্তে। ওই ফেলে দেওয়া পোড়ানো ওষুধগুলি চাকপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বীরভূম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে। গরিব মানুষদের জন্য বরাদ্দ ওষুধ পোড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে এলাকার মানুষজন। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দে, ডেপুটি সিএমওএইচ–১ রামপুহাট অমিতাভ সাহা সহ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা ২০ অক্টোবর দুপুরে ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। তাঁরা দেখেন সেখানে প্রচুর আধপোড়া ওষুধ কিছু নথি সংগ্রহ করে নিশ্চিত হন এই ওষুধগুলি চাকপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। এরপর দুয়ের পাতায়

ছুটি

কালীপুজো ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সব বিভাগ বন্ধ থাকায় ২ নভেম্বরের সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৯ নভেম্বর থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে পত্রিকা। — সম্পাদক

সরকারি উদাসীনতায় মিড ডে মিল প্রকল্প

কল্যাণ রায়চৌধুরী: স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও ভারতবর্ষের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবন অভিশপ্ত হয়ে আছে। বহু ছাত্রছাত্রী চরম দারিদ্র্যের কারণে রীতিমত অপুষ্টির শিকার। খাদ্যের কারণে তাদের অনেকেই স্কুল জীবন শুরু করতে পারেনা আজও। আবার অনেকে শুরু করলেও শেষ করতে পারেনা। অন্নের সংস্থানে বহু শিশুকে আজও শ্রমিক হতে হয়। এজন্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। এইসব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে স্কুলমুখী করার জন্যে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্ব্বজনীন করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু করা হয়। তবে ভারতবর্ষের স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পের সূচনা হয় স্বাধীনতার অনেক আগেই। এমনই জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার

এরপর দুয়ের পাতায়

সিঙ্গুরের ডাকাত কালী আজও কথা বলে

কুনাল মালিক

হুগলি জেলার সিঙ্গুর রেল স্টেশনের (তারকেশ্বর লাইন) প্রায় আড়াই কিলোমিটার পূর্বে পুরুষোত্তমপুর গ্রাম, পাশে মল্লিকপুর। শ্রীরামপুর–তারকেশ্বর বাস চলাচলের পথের উপর সিঙ্গুরের প্রসিদ্ধ ডাকাত কালীর মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই সরস্বতী নদীর মজে যাওয়া কঙ্কাল। পন্ডিত মহল অনুমান করেছেন যে সিঙ্গুর হল বহু প্রাচীন এক ঐতিহ্যময় নগরী। সিংহল বিজয়ী বিজয় সিংঘের পিতা সিংহবাহুর রাজধানী ছিল এখানে। মল্লিকপুর পুরুষোত্তমপুর গ্রামগুলি ধারে কাছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাত্রিকালে বাঘের গর্জন শোনা যেত। তাছাড়া এই জঙ্গলে আগে ছিল ডাকাতদলের ঘাঁটি। ওই ডাকাত দলের সরদার ছিল কেউ বলে গগন সরদার কেউ বলে রঘু ডাকাত। প্রায় ৫০০ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের আগে সাল তারিখের হিসেব নেই, ডাকাতরা এখানে নদীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছ তলায় কালীর ঘট স্থাপন করে শক্তি আরাধনা করত এবং পূজা শেষে সেখানে নরবলি দেওয়া হতো। সন্ধ্যার পর ওই পথে ভুলেও কেউ পা দিত না। ডাকাতদের একনিষ্ঠ পূজায় ও আন্তরিক আবাহনে– ঘটাস্থীতা জেগে উঠেছিলেন। ডাকাত কালীর মন্দিরটি ও দেবি মূর্তি কিভাবে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এক প্রচলিত কিংবদন্তি শোনা যায়। নিকটবর্তী চালকিপাটি গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক বাস করত তার পদবী ছিল মোড়ল। একদিন সামান্য আনাজপাতি নিয়ে কাক ভোরে

যাচ্ছিল শেওড়াফুলির হাটে। কিছুক্ষণ যেতেই এক ঘুঁটে কুড়োনি বুড়ির সঙ্গে মোড়লের দেখা হল। কোথা চলেছ মোড়লের পো? জিজ্ঞাসা করে বৃদ্ধা বলে, আমার এই গোবরের ঝুড়িটি মাথায় তুলে দাও গো। ঘরে চাল বাড়ন্ত তাই এই আনাজ নিয়ে শ্যাওড়াফুলির হাটে যাচ্ছি, আনাজ বেঁচে চাল কিনব তবে খাওয়া জুটবে বুড়িমা। বুড়ির মাথায় ঝুড়ি তুলে দিতে দিতে মোড়ল বলে এ কথা। ওরে বাছা এখন এ পথে যেওনি তোমার বিপদ হবে। প্রায় আঁতকে উঠে বুড়ি বলে ঘরে ফিরে যাও আর কারো কাছে ধার করে চাল জোগাড় করো। আজ ওই পথে তুমি যাবে না। কথাগুলি বলে ভোজবাজির মতো চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘুঁটে কুড়োনি বুড়ি। এসব দেখে শুনে মোড়ল দারুন ভীত হয়ে বাড়ি চলে গেল। গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে চাষী স্বপ্ন দেখে, সেই বুড়ি যেন বলছে, আমি আদ্যা শক্তি মহামায়া এখানে এই জঙ্গলে ঘটস্থিত হয়ে আছি। আমার অযত্ন হচ্ছে পূজায় ত্রুটি হচ্ছে তুই এখান থেকে নিয়ে যা আমাকে। নিয়ে গিয়ে আমার মূর্তি গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা কর। খরচ খরচা সবই তোর সেই থলির মধ্যে রয়েছে দেখবি। আমার এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবি বলে দেবী স্বপ্নে তার সিদ্ধেশ্বরী রূপটি মোড়লকে দেখালেন। ঘুম ভেঙে গেল মোড়লের বিস্ময়ের ঘোরে তাড়াতাড়ি থলিতে হাত ঢুকিয়ে দেখে থলে রাশি রাশি অলংকারে ভরা। তারপর ওই আটচালা মন্দির তৈরি হল। বনের মধ্যে থেকে ঘট এনে মন্দির স্থাপন করে একটি বৃহৎ মৃন্ময়ী সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হল। এই দেবী সিঙ্গুরের প্রসিদ্ধ ডাকাত কালী বলে আখ্যাত হয়ে আসছেন। দেবী বিগ্রহের সম্মুখে পূজার্চনার সময় ধুমধাম এর সঙ্গে ছাগ বলি মহিষ বলি দেওয়া হত। আজও কালীপুজোর রাত্রে খুব ধুমধাম করে এখানে পূজো অনুষ্ঠিত হয় ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। জনশ্রুতি যে অতীতে মন্দির স্থাপনের পর ডাকাত দল গভীর রাত্রে লোক চক্ষুর অন্তরালে কখনো কখনো দেবীর সম্মুখে নরবলি দিত। বর্তমানে বহুদূর স্থান থেকে মানুষ এই দেবীর স্থানে পুজো দিতে আসে। জন চিত্তে এই দেবী অতিশয় জাগ্রত।

অমূ ডাকাতের রহস্যময়ী কালী

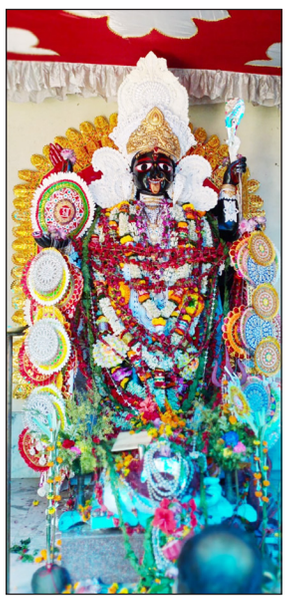

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৫৯ বঙ্গাব্দে শুরু হয় মা ডাকাতিয়া কালীর পুজো। রহস্যময়ী এই ডাকাতিয়া কালীর প্রতিষ্ঠা করেন অমূ সিংহরায়। সমবয়সী কয়েকজন খেলার সঙ্গীদের নিয়ে গ্যাঁড়ার ডাঙ্গায় জঙ্গলের মধ্যে উঁচু একটি মাটির ঢিবিতে শুরু করেন মাতৃ আরাধনা। কালান্তরে মাতৃ মূর্তি বড় করে তৈরি করেন তিনি এবং সেই বৎসরেই অমূ সিংহরায়কে মা স্বপ্নাদেশ করেন, আমাকে জঙ্গলে পুজো না করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুজো কর। মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেই মতই বাড়িতেই মায়ের পুজো শুরু করেন অমূ সিংহরায়। এই গ্রামের পাশেই সিংটি গ্রাম। সেখানে থাকতেন গুহ পরিবার। এরা ছিলেন জমিদার। পরবর্তীকালে চৌধুরী উপাধি লাভ করে হন গুহচৌধুরী। এখন শুধু চৌধুরী পদবি ব্যবহার করেন। এরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের মানুষ। এদের বাড়িতেও কালীপুজো হয় এবং মহিষ বলিদানও হত। প্রায় ৫০–৬০ বছর পূর্বে বলির জন্য যে মহিষটি আনা হয়েছিল, সেটি মারা যায়। তারপর থেকেই এখানে

মহিষ বলি বন্ধ হয়ে যায়। তবে প্রথাগতভাবে এখনও ছাগ বলি দেওয়া হয়। এই চৌধুরী পরিবারেই আছেন মা বিশালক্ষী। কালীপুজোর রাতেই মা বিশালক্ষীর পুজো ও বলিদান হলে তবেই সিংহরায় বাড়ির ডাকাতিয়া কালীর ঘট তোলা হত। সেই প্রথা আজও বর্তমান। সিংহরায় বাড়ির মা– এর মূর্তি দক্ষিণা কালী। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন মায়ের মন্দিরের পাশেই তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে কিছুটা মাটি তুলে নিয়ে ওই মাটিতে মায়ের ষোড়পোচারে পুজো করা হয়। সেই মাটি প্রথমে খড়ের কাঠামোয় দিয়ে শুরু হয় মূর্তি গড়া। রাত ১২টা বাজলে পাট কাঠির আগুন জ্বেলে মন্দিরের পাশের পুকুরের অগ্নিকোণে মায়ের ঘট ডোবানো হয়। রাজাপুর গ্রামেরই তাঁরাপদ সাঁই–এর পূর্বপুরুষ থেকেই বংশ পরম্পরায় মায়ের মূর্তি তৈরি করে আসছে। বর্তমানে সাঁই পরিবারের দুই ভাই মিলে এই মাতৃমূর্তি তৈরি করছে। এই পাড়ারই ভট্টাচার্য পরিবারের বর্তমান সদস্য মানস বাবু বলেন, বহু আগেই তাঁর পূর্বপুরুষেরাই এই সিংহরায় বাড়ির কালীপুজো করতেন। কোনো কারণে মতবিরোধ হওয়ায়, পাড়ারই মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোহিত হিসাবে গ্রহণ করেন সিংহরায় পরিবারের সদস্যগণ।

এরপর দুয়ের পাতায়

১৩৫ অ্যাপ্রেন্টিস এয়ারপোর্ট অথরিটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চল জোন গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস ও আই.টি.আই. ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৩৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস: সিভিল,কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যারোনটিক্যাল, অটোমোবাইল, আর্কিটেকচার, ডাটা অ্যানালাইসিস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, আই.টি.. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪৫টি। ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস: সিভিল, কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যারোনটিক্যাল, অটোমোবাইল, আর্কিটেকচার, ডাটা অ্যানালাইসিস, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, আই.টি., অঙ্ক / স্ট্যাটিস্টিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০টি। আই.টি.আই. ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (কম্পিউটার অপারেটর প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক, ইলেক্ট্রনিক্স, স্টেনো): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪০টি। সব ক্ষেত্রে ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হতে হবে ২০২২ বা, তারপর। বয়স হতে হবে ৩১-৭-২০২৪"এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর আর ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে আর.এইচ.কিউ (পূর্বাঞ্চল), বহরমপুর, বাগডোগরা, ভুবনেশ্বর, কোচবিহার, দেওঘর, গয়া, ঝড়সুগুড়া, পটনা, প্যাকং, পোর্ট ব্লেয়ার, রাইপুর, রাঁচী। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 10/ 2024/ Apprentice/Graduate/ Diploma/ITI/ER. দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা, সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে: www. nats.education.gov.in আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিসদের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে www.apprenticeship-india.org তখন পাশপোর্ট মাপের ফটো, আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ইত্যাদি স্ক্যান করে নেবেন। কোনো ফী দিতে হবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

কোচিন শিপইয়ার্ডে ৩০৭ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেরল : কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড টেকনিশিয়ান (ভোকেশনাল) / ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩০৭ জন লোক নিচেছ। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য : মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, ফিটার, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, ড্রাফটসম্যান (মেকা), ড্রাফটসম্যান (সিভিল), পেইন্টার (জেনারেল) / পেইন্টার (মেরিন), মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, শীট মেটাল ওয়ার্কার, শিপরাইট উড / কার্পেন্টার / উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান, মেকানিক ডিজেল, পাইপ ফিটার / প্লাম্বার, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক / রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনিশিয়ান, মেরিন ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আই.টি.আই. অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৮,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ইলেক্ট্রিশিয়ান-৪২টি, ফিটার-৩২টি, ওয়েল্ডার-৪২টি, মেশিনিস্ট-৮টি, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক-১৩টি ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক-১২টি, ড্রাফটসম্যান (মেকা)-৬টি, ড্রাফটসম্যান (সিভিল)- ৪টি, পেইন্টার (জেনারেল) / পেইন্টার (মেরিন)-৮টি, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল ১০টি, শীট মেটাল ওয়ার্কার-৪১টি, শিপরাইট উড / কার্পেন্টার / উড ওয়ার্ক টেকনিশিয়ান-১৮টি, মেকানিক ডিজেল-১০টি, পাইপ ফিটার / প্লাম্বার-৩২টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং মেকানিক / রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনিশিয়ান-১টি, মেরিন ফিটার-২০টি।

ভোকেশনাল শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন / অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ, বেসিক নার্সিং অ্যান্ড পাল্লিয়াটিভ কেয়ার / জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট/ অফিস অপারেশন এক্সিকিউটিভ, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি / ইলেক্ট্রিশিয়ান ডোমেস্টিক সলিউশান, ফুড অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট / ক্র্যাফট বেকার ট্রেড নিয়ে পাশ করে থাকলে টেকনিশিয়ান (ভোকেশনাল) অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আবেদন করতে পারেন। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮টি। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন / অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ-১টি, বেসিক নার্সিং অ্যান্ড পাল্লিয়াটিভ কেয়ার / জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট-১টি, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট/ অফিস অপারেশন এক্সিকিউটিভ -২টি, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি / ইলেক্ট্রিশিয়ান ডোমেস্টিক সলিউশান-১টি, ফুড অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট / ক্র্যাফট বেকার-৩টি। ওপরের সব ক্ষেত্রেই বয়স গুণতে হবে ২৩-১০-২০২৪"এর হিসাবে ন্যূনতম : ১৮ বছর। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CSL/P&A/APPE/SEL. Designtd/Designated / 2022/2, date: 09 Oct. 2024. শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ২৩ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www. cochinshipyard.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

পোড়া ওষুধ

প্রথম পাতার পর

১৯ অক্টোবর ভোরে ১৪ নং জাতীয় সড়কের তেনেচোরা কাঁদরের ধারে প্রচুর ওষুধ পুড়তে দেখে প্রাতভ্রমনকারিরা। অনেক ওষুধ তখনো পোড়েনি। তার গায়ে লেখা রয়েছে নট ফর সেল। সরবরাহকারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওষুধের মেয়াদ ২০২৫ মার্চ মাস লেখা রয়েছে। এই খবর পেয়ে রামপুরহাট মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর নড়েচড়ে বসে। তদন্তকারি অফিসাররা চাকপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার ওষুধের দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসার ঈন্দুলেখা কোনাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ওষুধের স্টক দেখে নিশ্চিত হন ওই ফেলে দেওয়া ওষুধগুলি চাকপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। ডেপুটি সিএমওএইচ-১ বলেন, ওষুধগুলি সরকারি এবং চাকপাড়া হেলথ সেন্টার থেকেই ফেলা হয়েছে। ওষুধগুলি পোড়ানো ঠিক হয়নি। এটা স্বাস্থ্যকর্মীদের চুড়ান্ত গাফিলতি। ঈন্দুলেখা কোনাই বলেন, দু-মাস আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিস্কার করার সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ ও কাছাকাছি মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধগুলি একটা টোটো চালককে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফেরত দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে যে ওইভাবে ফেলে দেবে ভাবতে পারিনি। ওকে দেওয়াটায় আমার ভুল হয়েছে। আমি ওই টোটো চালককে চিনিনা। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভন দে বলেন, ওই ওষুধগুলি ফেরত না পাঠিয়ে পোড়ানোর পিছনে নিশ্চয় কোন কারন থাকতে পারে। এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হবে। সেইমত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দানার প্রভাবে

প্রথম পাতার পর

সাগরদ্বীপে প্রচুর পান বরজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বড় কোন নদী বাঁধের ভাঙ্গনের কথা এখনো শোনা যায়নি। ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি এলাকাতেও প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। আলিপুর সাব ডিভিশনের বজবজ ২ নম্বর ব্লকের রায়পুর নদী বাঁধ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে আমন ধান চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ আর কয়েকদিন পরই ধান কাটার সময়। জমিতে জল জমে গিয়ে ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শীতকালীন সবজির ক্ষেত্রেও ঘূর্ণিঝড়ের জেরে এই ব্যাপক বৃষ্টি যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। অনেক সবজি নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনিতেই সবজির মূল্য এখন আকাশ ছোঁয়া, বৃষ্টির জেরে আরও সবজির দাম বাড়ার আশঙ্কা থাকছে। অন্যদিকে, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন, শুক্রবার সকাল থেকেই সেখানে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর আগামী শনিবার বিকেলের দিক থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে

প্রথম পাতার পর

এদিন ভোর থেকে সাগরের ভাঙন কবলিত নদীবাঁধ পরিদর্শন করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, সুন্দরবনে খুব বেশি কিছু ক্ষতি হয়নি। যেটুকু গাছপালা পড়েছে তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পরিস্কার করা হচ্ছে। আর ভাঙন কবলিত নদী বাঁধগুলি দ্রুত মেরামতির কাজ চলছে।তবে সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি চলায় বাঁধ মেরামতের কাজে অসুবিধা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার টিম রাস্তার উপরে পড়ে থাকা গাছগুলি কেটে রাস্তা পরিস্কার করে ফেলেছে।তবে কচুবেড়িয়া থেকে লট ৮ এর ফেরি সার্ভিস চলাচল আজও বন্ধ আছে। অন্যদিকে, শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাসাগরে বৃষ্টি ও সমুদ্রের জল ঢুকে গেল কপিলমুনি মন্দিরের সম্মুখে। সকাল থেকে চলছে অবিরাম বৃষ্টি সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। বৃহস্পতিবার রাত থেকে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছে কূলে। শুক্রবার দুপুরে জোয়ারের ফলে দেখা দিল নতুন করে বিপদের আশঙ্কা।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কে ৬০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৬০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০-৬-২০২৪"এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কোন রাজ্যে ক"টি সীট আছে : শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গ ১৩টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। ত্রিপুরা ১টি (জেনাঃ)। অসম ৭টি (জেনাঃ ৬, ও.বি.সি. ১)। বিহার ১৪টি। আন্ধ্রা প্রদেশ ১১, অরুণাচল প্রদেশ-১, চন্ডীগড়-১, ছত্তিশগড় -১৩, গোয়া-৫, গুজরাট-২৫, হরিয়ানা -১২, হিমাচল প্রদেশ-৩, জম্মু ও কাশ্মীর -২. ঝাড়খন্ড-৮, কর্ণাটক-২১, কেরল-১৩, মধ্য প্রদেশ-৪৫, মহারাষ্ট্র -২৭৯, দিল্লি (এন.সি.টি.) ১৩. ওড়িশা-১৩, পুদুদেরী-১. পঞ্জাব-১২, রাজস্থান-১৪, তামিলনাড়ু-২১, তেলেঙ্গানা-১৬, উত্তর প্রদেশ-৩২, উত্তরাখন্ড-৪। প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর রাজ্যভিত্তিক মেধা তালিকা তৈরি হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: AX1/ST/RP/ Apprentices/ Notification/2024-25, Date: 11-10-2024. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://bankofmaharashtra.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই.তে স্ক্যান করবেন। এছাড়াও নিচের এই প্যারাগ্রাফটি নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন: I....... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১৫০ (তপশিলী হলে ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

রেলে ৩,৪৪৫ টিকিট ক্লার্ক, টাইপিস্ট

দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে কাজের জন্য নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরিতে (NTPC-Un- der Graduate) উচ্চ চমাধ্যমিক যোগ্যতায় (বিজ্ঞপ্তি নং ০৬/২০২৪) কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৩,৪৪৫টি শূন্যপদের জন্য যে দরখাস্ত নেওয়া চলছিল, তার দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ২৭ অক্টোবর করা হয়েছে। নেওয়া হবে এইসব পদে : ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে শূন্যপদ আছে ২,০২২টি। ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে শূন্যপদ আছে ৩৬১টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে শূন্যপদ আছে। ৯৯০টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে শূন্যপদ আছে ৭২টি।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু"টি পর্যায়ের অনলাইন সি.বি.টি. টেস্ট হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক- ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং- ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি. রা ৩০%, তপশিলী জাতির প্রার্থীরা ৩০%, তপশিলী উপজাতির প্রার্থীরা ২৫% নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক ৩৫ নম্বরের ৩৫ টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় পাবেন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরিজি, হিন্দি ও উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, রাঁচী ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট, বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় টাইপিং স্কিল টেস্টহবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা। কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে পারবেন ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। পরীক্ষা ফী"র টাকা দিতে পারবেন ২৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন।

অমূ ডাকাতের রহস্যময়ী কালী

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সিংহরায় পরিবারে মায়ের পুজো করেন। সিংহরায় পরিবারের কালীপুজোর প্রতিষ্ঠাতা অমূ সিংহরায় ছিলেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত। তিনি একটি ডাকাত দল তৈরি করেছিলেন সেই সময়। বহু দূরদুরান্তে ডাকাতি করতে যেতেন তিনি। যাবার আগে কালী মায়ের পুজো করতেন নিজেই। সেই থেকেই মা 'ডাকাতিয়া কালী' নামে প্রসিদ্ধ হন। বর্তমান পুরোহিত পঙ্কজবাবুর কাছে জানা গেল, এই ডাকাতিয়া কালীমায়ের নানা অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা। মায়ের পুজোর শাড়ী ১০ হাতের বদলে ৯ হাত হওয়ায় মায়ের উগ্রমূর্তি ধারণ এবং তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ মাপের কাপড়ের জোগান দেওয়া, মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা, বাঁকা পা অর্থাৎ কুশ পাকে সোজা করে দেওয়া, নিঃসন্তান দম্পতীকে সন্তানের মুখ দেখানো- ইত্যাদি আরও কত কি। আজও রাজাপুর গ্রামের ডাকাতিয়া কালীর নানা অলৌকিক কাহিনীর কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে। সেই লীলা চাক্ষুস করতে একবার ডাকাতিয়া মায়ের দর্শণ করে আসুন।

সরকারি উদাসীনতায় মিড ডে মিল প্রকল্প

প্রথম পাতার পর

(এ আই ইউটি ইউসি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে সারা দেশে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১লক্ষ ৬৭ হাজার বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্রছাত্রী। আর এইসব ছাত্রছাত্রীদের খাবার রান্নার কাজে যুক্ত থাকেন প্রায় ২৫ লক্ষ ৭৩ হাজার মিড ডে মিল কর্মী। বর্তমানে এই সংখ্যাটা প্রায় ২৮ লক্ষের কাছাকাছি। আমাদের রাজ্যের মিড ডে মিল কর্মীদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দুর্মূল্যের বাজারে তাদের বেতন মাত্র দুই হাজার টাকা। এবং তাও দেওয়া হয় মাত্র ১০ মাস। এদের কোনও পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতাও দেওয়া হয়না। অথচ, এই দেশের অন্যান্য রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি।' সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সুনন্দা পান্ডা বলেন,'আমাদের সমাজের দারিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় ৮৬ শতাংশ ছেলে মেয়ে মিড ডে মিল বা পিএম পোষণ যোজনার উপভোক্তা। এ রাজ্যে মিড ডে মিল প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে পিএম পোষণ যোজনা করা হলেও মিড ডে মিল কর্মীদের বেতনসহ অন্যান্য বিষয় পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য বরাদ্দও বৃদ্ধি হয়নি। এই প্রকল্পের খরচ বহন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে।'

এদিকে মিড ডে মিলের টাকা যা পাঠানো হয় এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যা দেখানো হয়, তা সংশিষ্ট দপ্তর গোপন রাখে। একথা উল্লেখ করে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত বলেন, 'আমরা মনে করি, বিষয়টা জনসমক্ষে আনতে হবে। মিড ডে মিলের কোনও টাকা যদি বাচ্ছাদের খাবার থেকে কেউ অন্য ফান্ডে নিয়ে যায় তার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নিতে হবে। মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কার্যত শ্রম আইন বিরোধী কাজ করছে। পুজোর মাসে মিড ডে মিল কর্মীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বারো-তেরো দিন কাজ করে একটা টাকাও পাননি। পুজোর মাসে অন্যান্যরা কাজ করলে বেতন ও তার সাথে বোনাস বা এক্সগ্রাশিয়া তো দূরের কথা, বেতন পর্যন্তও পাননা। গীষ্মের সময়েও তাই। এই যে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া এটা শ্রম আইন বিরোধী কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' তাঁর দাবি, অবিলম্বে উভয় সরকার মিড ডে মিল কর্মীদের দশমাসের পরিবর্তে বারো মাসের বেতন দিক। তাঁর আরো দাবি ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ তাতে পুষ্টিযোগ্য খাবার দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য মিড ডে মিল প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত: কর্মীদের বেতন নূন্যতম সম্মানজনক করা হোক। সারা পৃথিবীতে কোথাও এহেন ঘটনার নজির নেই।' সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মনোরমা হালদার বলেন,' মিড ডে মিল কর্মীদের খাবারের জন্য কোনও আইনী সংস্থান নেই। এটা মানবিক আইন বিরুদ্ধ। আমাদের দাবি, তাদের খাবারের আইনসঙ্গত অধিকার দেওয়া হোক।' মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি সুনন্দা পান্ডা বলেন, 'মিড ডে মিল প্রকৃত অর্থে বাচ্ছাদের খাবার। এই খাবারের টাকা নিয়ে যারা দুর্নীতি করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ অক্টোবর – ১ নভেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। বেকারদের চাকরির সুযোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা হলেও তা কাটিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় খাওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। প্রেশার, নার্ভ সংক্রান্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা।

প্রতিকার : হনুমানজির আরাধনা করুন।

বৃষ রাশি : সাংসারিক কষ্ট বৃদ্ধি পেলেও কারো কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি পেতে বিলম্ব। চাকরিতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। কিন্তু অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : কেশরের তিলক লাগান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত ধন ব্যয়ের সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারতায় শুভ ফল লাভ। পুষ্টি বিনিয়োগ করতে পারেন। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। অবিবাহিতরা বিবাহের যোগাযোগ করতে পারেন। সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশকে দুর্বা ঘাস দিয়ে পুজো করুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য। স্বজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধী মনোভাব। ব্যবসায় বিনিয়াগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিতর্ক। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি। বিবাহে বাধা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। শ্লেষ্মাতে কষ্ট পাবেন।

প্রতিকার : আগের দিন রাতে চাঁদির গ্লাসের জল ভরে রাখুন, পরের দিন পান করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীর বিরুদ্ধাচারণ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। সন্তান থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বিপরীত সম্ভাবনা। জরায়ুর সমস্যা, ডায়াবিটিস, পায়ের ব্যথা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিকলাঙ্গদের সেবা ও ভোজন করান।

কন্যা রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বজনেরপ্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চনা। ব্যবসার প্রসার জয় শুভ ফল লাভ। পেশাদারিতেও শুভ ফল লাভ। দুর্ঘটনার থেকে সাবধান। আয়ভাবে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মাছেদের দানা খাওয়ান।

তুলা রাশি : কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ। প্রিয়জনের প্রতি বিরোধী মন্তব্য না করাই ভালো ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। শরীর-স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সতর্কতার সঙ্গে পথে চলা প্রয়োজন। ব্যবসায় মন্দা।

প্রতিকার : শুক্রের বীজমন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সবস্যা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের সম্ভাবনা। সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা। আয়ভাব আগের তুলনায় শুভ ফলদাতা। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : একটি লাল রঙের রুমাল রাখুন।

ধনু রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তার মাশুল দিতে হতে পারে। জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সুফল লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার কলাগাছে জল চড়ান এবং হলুদ ডাল দান করুন।

মকর রাশি : ভাই বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। ব্যবসা ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত লাভের সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বা শনিবার বজরঙ্গবলীর পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কোনো দ্রব্য চুরি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য হানি বা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুখ। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ না করাই যুক্তি যুক্ত হবে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে কোনও অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান।

মীন রাশি : ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বা আত্মীয় পরিজনের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। চোখ নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিনিয়োগে ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কর্মচারীদের শ্রদ্ধানুসারে দান করুন।

শব্দবার্তা ৩১৭

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নালিশ ৪। শেষ যুগ ৫। শ্বেতাঙ্গ ৭। তিরস্কার, বকুনি ৯। কাঁজি ১০। পূর্বরাত্রে বিশেষত শয়নকালে ব্যবহৃত বস্ত্র ১১। মহাদেব ১২। নাকাল, বিপর্যস্ত।

উপর-নীচ

১। ভ্রমর ২। শামিল হওয়া ৩। আশ্রম ৪। পায়ে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করা ৬। ওই- আসে ৮। হিত, কল্যাণ ১০। সে অকারণ কথা বলে ১১। মাথা।

সমাধান : ৩১৬

পাশাপাশি : ১। সংবিধা ৪। নগরপাল ৫। শতদল ৭। প্রধানত ৯। গদাইনাচ ১০। নতোন্নত।

উপরনীচ : ১। সংকাশ ২। ধানকল ৩। অপারেশন ৬। তরফদার ৭। প্রবচন ৮। তজ্জনিত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

দড়ি ধরে খেয়া পারাপার চলছে পিয়ালি নদীতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের জয়নগর ও কুলতলি থানার মধ্যস্থ পিয়ালী নদীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়হীন নৌকায় দড়ি ধরে খেয়া পারাপার বহু বছর ধরে চলে আসছে। এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্রীজ তৈরির দাবি তুললেন এলাকার মানুষ। সুন্দরবনের পিয়ালী নদী। জয়নগর ও কুলতলি থানা এলাকার সীমানা দিয়ে বয়ে গেছে। একতীরে রয়েছে কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলী গ্রাম, অপর তীরে রয়েছে জয়নগর থানার ঢোঁসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর। এই খেয়া পারাপারের জন্য নদী বক্ষে রয়েছে দাঁড়হীন একটি নৌকা। নদীর দুই তীর রয়েছে দড়ি বাঁধা। সেই দড়ি ধরে প্রতিদিনই চলে এই ঝুঁকির পারাপার। একটু বৃষ্টি হলে পা পিছলে প্রায়শই এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রতিদিন মানুষ এইভাবে যাতায়াত করেন এখানে। প্রসুতি মায়েদের নিয়েও যাতায়াত করতে হয় এই ঝুঁকিপূর্ণ খেয়াতে। দীর্ঘ ৭০ বছরেরও অধিক সময় ধরে একইভাবেই চলে আসছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। স্থানীয় মানুষজন বলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েতকে এই সমস্যার কথা একাধিক বার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। রাস্তাঘাটের উন্নয়ণ হয়েছে কিন্তু এই খেয়া পারাপারের সমাধান আজও হয়নি। এব্যাপারে বারুইপুর মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন বলেন, বিষয়টি আমার জানা ছিল না। ওখানকার ওই অবস্থার ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে আমার কাছে কোনো তথ্য আসেনি। তবে আমি বিষয়টি দেখছি।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে রেল অবরোধের ডাক

নলহাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দীর্ঘদিন ধরে রেল বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং করোনাকাল থেকে বন্ধ থাকা ট্রেনগুলি পুনরায় চালু করা, স্টেশনের উন্নয়ন সহ একাধিক দাবিতে আগামী ১ ডিসেম্বর রেল অবরোধের ডাক দিল নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। নলহাটি নাগরিকমঞ্চের সদস্যরা বলেন, ২১ জানুয়ারি ও ৩১ মার্চ ২ বার রেল অবরোধের ডাক দিলেও রেলের সর্বোচ্চ কর্তাদের অনুরোধে রেল অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের কমার্শিয়াল ম্যানেজার রাহুল রঞ্জন ও এসিএম গৌরচন্দ্র কিসকু নাগরিক মঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে বসে আশ্বাস দেন ২ মাসের মধ্যে আপনাদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে একমাত্র গৌর এক্সপ্রেসের স্টপেজ এবং নলহাটি – আজিমগঞ্জ লোকাল ট্রেন চালু করে দায় সেরেছে রেল। আমাদের যে মূল দাবিগুলি ছিল সেগুলো অধরাই থেকে গেছে। রেলের কর্তারা আবার আশ্বাস দেন লোকসভা ভোটের পর নলহাটির দাবিগুলি মানা হবে কিন্তু লোকসভা ভোটের পরেও সেই দাবিগুলি মানা হয়নি। ফলে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রতিবাদে আগামী ১ ডিসেম্বর রেল অবরোধের ডাক দিয়েছে নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। পূর্ব রেলের বর্ধমান–সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে নলহাটি জংশন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন কিন্তু রামপুরহাটের পর থেকে নলহাটি, চাতরা, মুরারই ও রাজগ্রাম এলাকার মানুষ বঞ্চিত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ট্রেনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে। এই জংশনের উপর দিয়ে অনেক মেল এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করলেও এখানে অনেক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ নেই। অথচ বীরভূম জেলার একটি পর্যটনকেন্দ্র ও পাথর শিল্পাঞ্চল এবং বানিজ্যিক শহর এই নলহাটি। কলকাতা কিংবা উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের স্টপেজ না থাকার কারণে এই এলাকার মানুষদের নির্ভর করতে হয় রামপুরহাট জংশন ষ্টেশনের উপর। নাগরিক মঞ্চের দাবিগুলির মধ্যে আছে – নলহাটি জংশন স্টেশনে কাঞ্চনজংঙঘা ও কুলিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ দিতে হবে। মালদা টাউন – বর্ধমান লোকাল ট্রেন, আসানসোল – মালদা টাউন দ্বিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেন সহ করোনাকালে যেসব ট্রেনগুলি বন্ধ হয়েছে সেই সব ট্রেনগুলি পুনরায় চালু করতে হবে। বীরভূম জেলার উত্তরপ্রান্ত রাজগ্রাম, মুরারই, লোহাপুর, চাতরা, সাদীনপুর, নলহাটি এলাকা থেকে সদর শহর সিউড়ি আসার জন্য বারহাওড়া থেকে অন্ডাল এবং আজিমগঞ্জ থেকে অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করতে হবে। নলহাটি স্টেশনের উন্নয়ন ও নলহাটি – আজিমগঞ্জ রেললাইনের নলহাটি রেলগেটে যানজটের সমস্যা সমাধানে উড়ালপুল করতে হবে। নাগরিক মঞ্চের সভাপতি সনকা বিশ্বাস বলেন, আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে আমরা ভুলছি না। এবার রেলের বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ১ ডিসেম্বর রেল অবরোধ হবেই। এই রেল অবরোধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

এদিকে, করোনা পরবর্তী সময় থেকে বন্ধ থাকা ট্রেনগুলি চালু করা ও রেল পরিষেবা নিয়ে রেল কতৃপক্ষের উদাসীনতা, সাধারন নিত্যযাত্রীদের জন্য একাধিক লোকাল ট্রেন চালু করা এবং মুরারই রেলগেটের যানজটের সমস্যা এড়াতে প্রস্তাবিত বাইপাস চালু করা সহ একাধিক দাবিতে মুরারই নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ২২ অক্টোবর রাতেবিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি সভা হয় মুরারই সোনার বাংলা অনুষ্ঠান ভবনে। সভায় দাবি ওঠে ২০২০ সালে করোনাকালে সাহেবগঞ্জ–বর্ধমান লুপ লাইনের অনেকগুলি চালু ট্রেন এখনো বন্ধ রাখা হয়েছে ফলে রাজগ্রাম, বাঁশলই, মুরারই, চাতরা, নলহাটি ও সাদিনপুর স্টেশন এলাকার যাত্রীরা ট্রেন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বারানসী–শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, দিল্লী–শিয়ালদহ এক্সেপ্রেস(সপ্তাহে দুদিন), রাজগীর–হাওড়া, মালদা টাউন –বর্ধমান লোকাল, বারহারোয়া– রামপুরহাট বামদেব লোকাল এবং আসানসোল–মালদা টাউন দ্বিসাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেন পুনরায় চালু করতে হবে। সভা শেষে জানানো হয়, আমরা এই বিষয়ে এলাকার জন প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত গনদরখাস্ত হাওড়া ডিআরএমকে দিয়ে একমাস অপেক্ষা করবো। যদি দাবিগুলি রেল মেনে নেয় তাহলে ভালো। নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাতে আমরা বাধ্য হব।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

পশ্চিমবঙ্গে আরও দুইটি শিক্ষণকেন্দ্র চালু হল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া ও রায়গঞ্জে দুইটা শিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে টার্ণার, ফিটার, মোল্ডার, ইলেকটি শিয়ান, ড্রাফটস্‌ম্যান, ওভার সিয়ার প্রভৃতি বৃত্তির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।। শ্রম দপ্তরের সচিব শ্রী ইনটী জানা–লেন, পশ্চিমবঙ্গের অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য সরকার এই কেন্দ্র খুলেছনে। তিনি আরও জানালেন, হলদিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন কোম্পানী সরকারী কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বৃত্তিতে শিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদের কর্মে নিযুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রকাশ, হলদিয়া ও রায়গঞ্জের কেন্দ্রসহ এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট আঠারটি এই ধরণের শিক্ষণ কেন্দ্র চালু আছে। আমাদের কাছে অভিযোগ আছে ঐ সব কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু যুবকের আজও কোন কর্মসংস্থান হয়নি। শ্রী ইনটীর কাছে আমাদের অনুরোধ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারী কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের যাতে কর্মসংস্থান হয় তার জন্ম বাধ্যতামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৮ম বর্ষ, ১১ অক্টোবর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৭শ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

বহড়ুতে পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ঘূর্ণিঝড় দানার দাপটের আগেই পথ দুর্ঘটনা জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতা থেকে জয়নগরমুখী ওষুধ বোঝাই একটি ট্রাক বৃষ্টিতে রাস্তা পিছল থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বহড়ু হাইস্কুলের কাছে রাস্তার পাশে থাকা নয়ানজুলীতে পড়ে যায়। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে উদ্ধার করে এবং তদন্তের কাজ শুরু করে।

অবৈধ বাসের দৌরাত্ম্যে বন্ধ বাস

রবিন দাস, বকখালি: রাজ্যের অন্যতম পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল বকখালি প্রতিদিনই কলকাতা সহ একাধিক জায়গা থেকে বহু পর্যটক বকখালিতে ঘুরতে আসে। এবার বকখালির পর্যটকদের জন্য লক্ষ্মীপুজোর দিন খারাপ সংবাদ। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বকখালি কলকাতা বাস চলাচল। বকখালি নামখানা রোডের বাস সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধভাবে বেশ কিছু বাস কলকাতা সহ একাধিক জায়গা থেকে যাত্রী নিয়ে বকখালিতে আসছে এর ফলে লোকাল বাসগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রশাসনিক এই অবৈধ বাসের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই রোডে বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। বাস বন্ধ থাকার কারণে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে পর্যটকেরা।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আক্রান্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল আসার আগেই গোষ্ঠীদ্বন্দে উত্তপ্ত দুবরাজপুর। ২৭ অক্টোবর দুবরাজপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠানে আসার কথা দিল অনুব্রত মণ্ডলের। তাঁর আগেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা। ২২ অক্টোবর লোবা গ্রামপঞ্চায়েতের তরুলিয়া মোড়ে কালীপুজোর গেট লাগানোকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলে অভিযোগ। দুবরাজপুর দক্ষিণ চক্র শিক্ষা সেল সভাপতি অভিজিৎ মণ্ডলকে ফেলে মারধর করার অভিযোগ উঠে অঞ্চল সভাপতি পিনাকী চক্রবর্তীর লোকজনের বিরুদ্ধে। অভিজিৎ সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিজিৎ মণ্ডল এবং দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কাশেমুল হক দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি ভোলানাথ মিত্র ঘনিষ্ঠ। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ গোষ্ঠীর রফিউল খানের ঘনিষ্ঠ পিনাকী চক্রবর্তী।

ক্রাইম ডেস্ক

মহম্মদবাজারে শ্যুট আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার সকালে মহম্মদবাজার ব্লকের সারেন্ডা গ্রামেগুলি করে খুন এক যুবককে। মৃতের নাম সুজয় মণ্ডল(৩৫) বাড়ি স্থানীয় চন্দ্রপুর গ্রামে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই যুবককেগুলি করে খুন করা হয়েছে। বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে সুজয়কে গ্রেপ্তার করেছিল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। কয়েকদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল সুজয়। ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

চায়ের দোকানে গলাকাটা দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড় : মঙ্গলবার সকালে ভয়ংকর কাণ্ড। দোকান থেকে উদ্ধার প্রৌঢ়ের গলা কাটা দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল ভাঙড়ের শাকসা এলাকায়। কেন এই হত্যাকাণ্ড? নেপথ্যে কে বা কারা? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জব্বর মোল্লা(৫৫)। দ: ২৪ পরগনার ভাঙড়ের শাকসা এলাকায় শ্বশুর বাড়িতে থেকে সেখানে চায়ের দোকান চালাতেন। অন্যান্যদিনের মতোই সোমবার রাতে দোকানেই ঘুমিয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, দোকানের ভিতর পড়ে রয়েছে তাঁর গলা কাটা দেহ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দোকান। দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

সোনারপুরে ঠাকুর বিসর্জনে গুলি চলার অভিযোগ

সুব্রত মণ্ডল, সোনাপুর : দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, ১৪ অক্টোবর রাতে সোনারপুর থানার তালপুকুর এলাকার ঠাকুর তলায়। এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে, হরেকৃষ্ণ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তি বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়েছিল আর এক বাসিন্দা দেবাশিস কয়ালের উপর। তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে শুন্যে গুলিও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ দেবাশিসের। খবর পেয়ে এলাকায় যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ গুলির খোল উদ্ধার করেছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও পুলিশ গুলি চলার অভিযোগ সম্পন্ন অস্বীকার করেছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন গুলি চালানো হয়নি। চ্যালা কাঠ নিয়ে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রামাণিক গুলি ছোড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন দেবাশিস আমার উপর হামলা করতে এসেছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন হরেকৃষ্ণ বিজেপির বুথ সভাপতি। তার সঙ্গে আগে এলাকায় পোস্টার মারা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল দেবাশিসের। এদিন বিসর্জনের পর দেবাশিসের সঙ্গে হরেকৃষ্ণ– এর বিবাদ হয়। দেবাশিসকে ইট দিয়ে মারে হরেকৃষ্ণ। তখনকার মতো গণ্ডগোল থেমে গেলে তারপর আবার হরেকৃষ্ণ চায়ের দোকানে এসে বন্দুক নিয়ে এসে শূন্যে গুলি চালায়। পাশাপাশি দেবাশিসকে চেলা কাঠ দিয়ে মারধর করা হয়। তাকে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশ কাউকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি।

ভারত পেট্রোলিয়ামের উদ্যোগে সুন্দরবনে গাঁও কি রসুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রাপ্তি ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক–এর পক্ষ থেকে কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির ক্যাম্পাসে হয়ে গেল গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত বিশেষ সচেতনতা শিবির ও রন্ধন প্রতিযোগিতা ২৭ সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচির উদ্বোধন করে ভারত গ্যাসের পূর্বাঞ্চল হেড বিলাস প্রার্থীব বলেন সুন্দরবন এলাকায় সমস্ত পরিবার যাতে সুরক্ষিতভাবে গ্যাস ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের সংস্থার প্রাপ্তি ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক আজকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা এক কথায় অভিনব, আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের কর্মসূচি ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলে মা বোনেরা যাতে গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয় সচেতন করতে এই উদ্যোগ। অন্যদিকে রন্ধন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে হাতে কলমে আমরা দেখে নিচ্ছি মায়েরা গ্যাস ব্যবহার ঠিকঠাক করতে পারছেন কিনা। আমি অভিভূত, পিছিয়ে পড়া সুন্দরবন এলাকার মায়েরা যেভাবে আজকের গ্যাসের ব্যবহার করছে তা শিক্ষনীয়। আগামী দিনগুলিতে আমাদের প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করবে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় সমস্ত স্তরের মানুষ যাতে গ্যাস ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার।

ভারত গ্যাসের রাজ্য হেড সুপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন সুন্দরবনের বিকল্প জ্বালানি ঘরে ঘরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভারত গ্যাস এজেন্সিরা শত প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে চলেছে। আমাদের লক্ষ্য আছে আগামী দিনে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় যাহাতে পরিবারগুলি গ্যাস ব্যবহার করতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া। ইতিমধ্যে ভারত গ্যাসের গ্রামীন বিতরকরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্যাস সার্ভিস চালিয়ে যাচ্ছে, আশা করছি আগামী দিনে আরো সুন্দরভাবে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সদস্য বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন এধরনের উদ্যোগ সচার আচার দেখা যায় না সে কারণে ভারত গ্যাস এর বরিষ্ঠ আধিকারিক দের সুন্দরবনবাসীদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। এবং তিনি আরো বলেন পৃথিবীর সেরা বাদাবন কে রক্ষা করতে হলে আগামী দিনে সমস্ত পরিবার যাহাতে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করতে পারে এবং তার ডেলিভারি সহ সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা যাতে দেওয়া হয়। সে ব্যাপারে বিলাস প্রার্থীব ভারত গ্যাস পূর্বাঞ্চল হেড এর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। এদিন কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির ক্যাম্পাসে কয়েক হাজার মহিলা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া ম্যানেজার সুনীল কুমার, ফিল্ড অফিসার সুরজ বোকারে প্রমুখ। পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ মহিলারা রন্ধন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে সমগ্র প্রোগ্রামটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, জেবুন্নেছা সরদার, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কাঁঠাল বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিনারা গাজী, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে রুপা অধিকারী। রন্ধন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী স্বনির্ভর দলের মহিলা সদস্যা সুষমা হালদার,সান্তনা অধিকারী, লিপিকা সরদার আমাদের প্রতিনিধিকে জানালেন জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। ইতিপূর্বে এ ধরনের প্রতিযোগিতা কখনো অংশগ্রহণ করেনি আমরা সবাই সান্তনা পুরস্কার পেয়েছি প্রাপ্তি ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরণ ও ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন আজকের এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, শিখতে পারলাম, আগামী দিনে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। যাতে রান্না করতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে সচেতন থাকবো। রন্ধন প্রতিযোগিতা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সহ অংশগ্রহণকারী ৬০ জন মহিলাকে সান্তনা পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রাপ্তি ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরকের পক্ষ থেকে।

ময়নাডাল মহাপ্রভুর মন্দির পরিদর্শনে প্রশাসন

অভীক মিত্র, বীরভূম : খয়রাশোল ব্লকের ময়নাডাল গ্রামের মহাপ্রভুর মন্দির সংলগ্ন এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার ঘুরে দেখেন জেলাশাসক বিধান রায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়নাডালের মন্দির সংলগ্ন এলাকা সাজানোর লক্ষ্যে পরিদর্শন করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ময়নাডালের মহাপ্রভুর মন্দিরে যে সমস্ত পূন্যার্থীরা আসেন তাদের রাতে থাকার জন্য কমিউনিটি হল বা পূন্যার্থীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা, মন্দির লাগোয়া পুকুরের সংস্কার, নিকাশি নালা ইত্যাদি বিষয়ে খুটিয়ে দেখেন। মন্দির কমিটি সদস্যদের নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা পর্ব করা হয়।

জেলাশাসক খয়রাশোলের ময়নাডাল গ্রামে মহাপ্রভু এবং খয়রাশোলে বলরাম প্রভূর মন্দির, পুরাতন বক্রেশ্বর ও পাঁচড়া গীতা ভবনের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে কথা বলেন। এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ণ হলে তীর্থযাত্রীরা, পুন্যার্থীরা বা দর্শনার্থীরা বেশী সংখ্যক এই এলাকায় আসবে। বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায়, খয়রাশোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ সৌমেন্দু গাঙ্গুলী, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনন্তকুমার গোস্বামী, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী অসীমা ধীবর, ময়নাডাল মহাপ্রভু সেবা সমিতি সভাপতি প্রাণগোরা মিত্র ঠাকুর সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। ময়নাডাল মহাপ্রভু মন্দির এলাকা পরিদর্শনের পর জেলাশাসক ভীমগড়ে যান। রানীগঞ্জ – মোরগ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের ফোর লেনের যে কাজ আরম্ভ হবে সেটিও সরজমিনে পরিদর্শন করেন জেলাশাসক। বর্তমানে জাতীয় সড়কে ২টো লেন আছে ভবিষ্যতে ৪ টি লেন হবে। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, বীরভূম জেলায় যতটা জাতীয় সড়ক আছে পরিদর্শন করতে করতে যাব এবং অতিদ্রুত সম্ভব ফোর লাইনের কাজ শুরু হবে।

আবাস যোজনার উপভোক্তাদের বাড়িতে হাজির বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: আবাস যোজনার দুর্নীতি ঠেকাতে এবার উপভোক্তাদের বাড়িতে হাজির কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য। আবাস যোজনার দুর্নীতি ঠেকাতে ইতিমধ্যে কুলতলি বিডিও অফিসে বৈঠক করেন বিডিও নিজে। বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবকিছু যাচাই করার কাজ শুরু করলেন তিনি। এপ্রসঙ্গে সুচন্দনবাবু, আবাস যোজনার তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। তাই সেই মতো আমার কুলতলি ব্লকের আবাস যোজনার উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য যাচাই করা হচ্ছে, যাতে উপভোক্তাদের ঘর পেতে কোনো সমস্যা না হয়। এই কাজ যাতে স্বচ্ছ ভাবে হয় সে দিকে আধিকারিকদের নজর দেওয়ার কথা বলেন বিডিও। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বাংলা আবাস যোজনার উপভোক্তা যাচাইয়ের কাজ। সেই মতো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের ৯টি অঞ্চলেআনুমানিক ২১ হাজারের অধিক উপভোক্তা যাচাই প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৩০অক্টোবর পর্যন্ত।

মহিলা মৎস্যজীবিদের পাশে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিএফরি

সুজলা সুফলা বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : ৫ অক্টোবর সুন্দরবনের গোসাবা বাসন্তী ব্লক এলাকার কয়েক শত মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৫০ জন পরিবারের হাতে ৬ কেজি মাছ ১০০ কেজি মাছের খাদ্য তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা অধিকর্তা দেশের অন্যতম মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ বসন্ত কুমার দাস, সঙ্গে ছিলেন সংস্থার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ লিওন ও কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা। ডক্টর বি কে দাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, এখানে বছরে একবার চাষ হয়, জলের অভাবে দো ফসলি চাষ হয় না। বড় অংশের বাসিন্দাদের কাছে ছোট ছোট পুকুর আছে। আমাদের সংস্থার বিজ্ঞানীগণ এবং কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এলাকায় পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষা করে ঐক্যমত হয়েছেন যে, এখানে প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি ও সহায়তা দিতে পারলে মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারবে। যার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো কিছুটা হলেও উন্নয়ন সম্ভব। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে আমরা তপশিলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের কম বেশি ৫০০০ পরিবারের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি এবং দেখা গেছে মাছ চাষের পরে বহু পরিবার আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। আগামীদিনেও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে সাধ্যমত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার। লোকমান মোল্লা জানালেন, দেখতে দেখতে স্বাধীনতা ৭৮ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল

দুঃখের হলেও সত্য বিগত দুবছর আগে যে সমস্ত মহিলা মৎস্য চাষিদের কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ও কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটি যৌথভাবে মাছ চাষের সহযোগিতা করেছে তারা অনেকেই আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে সুন্দরবনের সমস্ত ব্লক এলাকায় যাহাতে মহিলা স্বনির্ভরকারী দলের মাধ্যমে সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় সে প্রচেষ্টা জারি থাকবে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সহ সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সহায়তায়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি উন্নয়ন পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির সংস্থার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন। আগামী দিনগুলিতে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলা মৎস্যজীবিদের যাহাতে উন্নত প্রযুক্তিতে মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করা যায় সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর জে কে জেনার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, তার সুফল মিলবে। মহিলা মৎস্যজীবী সান্তনা ভৌমক, পূর্ণিমা মণ্ডল, সুস্মিতা নাইয়া, সনকা মৃধারা আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, আমরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি। আমরা চেষ্টা করব এই মাছ ও মাছের খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের পরিবারের যে পুকুর আছে, সেই পুকুরে কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীদের পরামর্শ মোতাবেক চাষ করে লাভবান হওয়ার জন্য। এদিনে কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির ট্রেনিং হলে বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাঁচশোর উপরে মহিলা মৎস্যজীবী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ২৬ অক্টোবর – ১ নভেম্বর, ২০২৪

আর কবে, আর কতদিন

নদী বিধৌত বঙ্গভূমির বন্দনা কাব্য সাহিত্যে নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। এমনকী গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে বসবাসকে বারাণসী সমতুল মনে করা হয়েছে। জনবসতি বৃদ্ধি, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহারে আর দামোদর নদীকে 'দুঃখ' জ্ঞান করা হয় না। যদিও 'ম্যানমেড ফ্লাড' তত্ত্বে বাঁধ দিয়ে পোষ মানানো যেকোনও দামাল নদীকেই 'ভিলেন' বানানো যেতেই পারে।

'নদীর পাশে বাস, দুঃখ বারো মাস' বলা হয়ে থাকে। বাস্তবে এ বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া থেকে দক্ষিণবঙ্গের নানা নদী ও সমুদ্র উপকূল বারো মাসই সংকটে থাকে। সেখানকার বাসিন্দারা যার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জীবনযাপন করেন। ঘুর্ণিঝড় কিংবা বন্যার ফি বছর আগমনে প্রচার মাধ্যমের বদান্যতায় রাজ্যের মানুষ, রাজনীতিকরা জানতে পারেন নদীভাঙ্গনের খবর, দেখতে পান বিঘের পর বিঘে চাষজমিতে নোনা জলের দাপটে ভেঙে পড়া নোনার ফসলের অসহায় আত্ম সমার্পণ আর কৃষকভাইদের সবহারানোর কষ্ট, বেদনা। প্রকৃতির তাণ্ডব কোনও দেশ, দল রাজনীতি দেখে হয় না। কিন্তু নির্বিচারে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করলে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। সে পাহাড়, সমতল, জলাভূমি কিংবা নদী যেকোনও ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভোট আসলে কিংবা প্রকৃতির দুর্যোগের খবর হলেই সাধারণ বঙ্গবাসী জানতে পারে নানা পরিসংখ্যান, নদী বাঁধ কতটা দেওয়া হয়েছে, কত কিউসেক জল ছাড়া হল, কত হাজার কোটি টাকা চাওয়া ও পাওয়া গেছে এমন ধারার নানা তথ্য। আয়লা, বুলবুল, আমফান, যশ ইত্যাদি নানা বাহারী নামের ভয়ঙ্কর ঘূর্নিঝড় গুলির ক্ষেত্রে এমন জিনিস দেখা গেছে। গঙ্গা ভাঙনরোধে কিংবা নদী বাঁধ নির্মাণ কী বর্তমান আধুনিক যুগে একান্তই অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান কিংবা কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুফল সকলের ভাগ্যে কেন হয় আর কেন হয় না তা উপভোক্তাদের পাশাপাশি অনেক না বলা কথা থেকে যাবে। কিন্তু ভারত যখন চাঁদ কিংবা মঙ্গলকে ছুঁতে যায় তখন কেন দিনের পর দিন নদী ভাঙন কিংবা উপকূলের বাঁধ ভেঙে আশ্রয়চ্যুত হতে হয় সহ নাগরিকদের বছরের পর বছর। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর সবাই জানলেও সমাধান হয় না যুগের পর যুগ। রাজনৈতিক ও আর্থিক রসায়নে নদী পাড় আর সাগরপাড়ের উপকূলবাসীরা যেন নিজ ভূমে পরবাসীর মতো বসবাস করেন। ভোট আসে ভোট যায়, কিছু কিছু কাজও হয় তবু তাদের আশঙ্কায় রাতের ঘুম মাঝে মধ্যেই উধাও হয়ে যায়। আর কতদিন? আর কবে এ প্রতিক্ষার শেষ হবে!

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

রামচন্দ্র বললেন, হে ভগবন্‌। পরম কারণ হতে পৃথক আকারে প্রতিভাত এই পঞ্চভূত–নির্মিত জগৎ ব্রহ্ম–অভিন্ন হয় কিভাবে? বশিষ্ঠ বললেন, পরমাত্মার সাথে জগতের অভিন্নতাই সত্য, ভেদ কল্পিত এবং অসত্য। ভেদমূলক যে বাক্য উপদিষ্ট হয়, তা কেবল জ্ঞানার্থীদের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভেদবাক্য ব্যবহারিক, পরমার্থিক নয়। যে ব্রহ্মে এক বা দুই বা বহু কিছুই নেই, তাঁতে ভেদ থাকার পরিসর কোথায়? তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমিও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে যে, পরমাত্মাই সর্বময়, তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই, কেউ নেই। প্রকৃত জ্ঞানীদের উপলব্ধিতে ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে যায়। জ্ঞানোদয়ের প্রয়োজনে অসত্য দ্বৈত ব্যবহার না করলে নব্য জ্ঞানার্থী অদ্বৈত বুঝতে পারে না। রাম! তুমি শব্দজনিত ভেদ পরিহার করে স্বীয় বুদ্ধিকে মহাবাক্যে নিহিত অর্থে নিযুক্ত কর, এবং তারপর অন্তঃকরণকে অখণ্ড অদ্বৈতাকার করে উপদেশ–সুধা শ্রবণ কর। হে অনঘ। এই ত্রিজগৎ হল মনের মনন। শুধু কল্পনাবলে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। জগৎকে অনিত্য জ্ঞান করাই সত্য জ্ঞান। নশ্বর জগৎকে পরিত্যাগ করে নিজেতে সংস্থিত হওয়াকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পরম শান্তি বলে অভিহিত করেন। কল্পনারূপ মনোরোগের চিকিৎসা করতে চিত্তের নিরোধ করা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতঃ অনুরাগ–দ্বেষে বিমুগ্ধ যে চিত্ত, তার নামই হল সংসার। সুতরাং চিত্তের নিবৃত্তিতে সংসারও অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ে। নিরাকার ও গগনসদৃশ চিত্তের গর্ভে জগৎভ্রূণ সৃষ্ট ও পরিপালিত হয়। চিত্তে চৈতন্য এবং জড় দুই ভাব আছে। চৈতন্য অংশ সমস্ত কল্পনার বীজস্বরূপ এবং জড় অংশ অলীক জগৎ। সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন ব্রহ্মা স্বপ্নতুল্য কল্পনাসম্ভাবনা দেখেও দেখতেন না। পরে জড়সম্বিৎ সম্পৃক্ত হয়ে প্রথমে শৈল, তারপর দীর্ঘ সম্বিৎযোগে মায়াপ্রপঞ্চ, এবং অবশেষে সূক্ষ্ম সম্বিৎযোগে সমষ্টিলিঙ্গ হিরণ্যগর্ভ এই তিন প্রকার শরীর দর্শন করেন। সেই শরীর আকাশস্বরূপ, তার কোন ভৌতিক অবস্থান নেই এবং চিত্তময়তার কারণে সেই শরীর অসত্য। ব্রহ্মা আত্মকায় হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন। অজ্ঞানতার কারণে আত্মাকে দর্শন উৎপন্ন সব কিছুই ব্রহ্ম। করা তো দূরস্থান, ভ্রমাত্মক জগৎই দৃশ্যরূপে জ্ঞানগোচর হয়। আবার অজ্ঞানকে উচ্ছেদ করতে পারলে এই জগৎকে সদা নিরাময় আত্মা রূপে উপলব্ধি করা যায়। পূর্বে আমি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সৃষ্টি কেন সৃষ্ট হয়। প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন, জলাশয়ে জলই নানা আবর্তে আবর্তিত হয়, জগৎ প্রকাশের শক্তিসম্পন্ন মনও বিচিত্র মননে জগদাকারে প্রকাশ পায়। হে বশিষ্ঠ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বিদ্যালয় শিক্ষকরা বয়সের ক্ষেত্রে কেন বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার?

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ নং ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, তার প্রকারভেদ ও যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ এবং মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সবিস্তারে ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৪নং ধারায় আইনের চোখে সমতার কথা বলা হয়েছে। যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'ভারতীয় ভূ–খণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আইনের চোখে সমতা ও আইনি কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করবে না।' বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় সম–পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্র কোনও বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।

তাহলে আমার প্রশ্ন হল : পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষকরা যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বারা নিযুক্ত হল; ঠিক তেমনিভাবেই এরাজ্যের ডাক্তারবাবুরা নিযুক্ত হন ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা। আবার একইভাবে কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরা নিযুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন দ্বারা। এতদূর তো সবই ঠিকঠাকই আছে। তবে, যদি এ রাজ্যের হেলথ মিশনের ডাক্তারদের অবসরের বয়স ৬২ থেকে এক ধাপে পাঁচ বছর বাড়িয়ে ৬৭ করা যায়; যদি মহামান্য রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসের ক্যাডারদের অবসরের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ করে দিতে পারেন, এমনকী পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিস ও পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক হেলথ কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের নার্সদের অবসরের বয়স ৬৫ করা যায়; কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের অবসরের বয়স যদি ৬৫ করা যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবসরের বয়স ৬৫ তে বাড়ানো হয় এবং উপাচার্যদের অবসরের বয়স ৭০ করা যেতে পারে; তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স কেবলমাত্র ৬০ বছর হবে কেন? কেন কলেজের অধ্যক্ষদের মতো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স ৬৫ হবে না? কেনই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মতো বিদ্যালয়ের প্রধানদের অবসরের বয়স ৭০ হবে না? বা: বেশ রে যে শিক্ষক–শিক্ষিকারা দেশের জন্য ডাক্তার বানাচ্ছে, অধ্যাপক বানাচ্ছে তাদের বুঝি তাড়াতাড়ি বার্ধক্য চলে আসে ও কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা চলে যায়! অন্যদিকে, কেবলমাত্র ডাক্তার, নার্স, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও উপাচার্যদের শক্তি ও কর্মক্ষমতা কর্মদক্ষতা ও শারীরিক এবং মানসিক শক্তি ও উৎকর্ষতা ৬৫–৭০ বছর বয়স পর্যন্ত বুঝি একইরকম থেকে যায়?

অধ্যাপক, উপাচার্য ও ডাক্তারবাবুরা কি একই রাজ্যের কোন স্পেশাল জোনে বসবাস করেন বা কোন স্পেশাল ক্যাটেগরি অথবা কোনও স্পেশাল খাদ্য বা কোনও বিশেষ জিন ও বংশোদ্ভূত হন নাকি? যদি তা না হয়, তাহলে কেন একই রাজ্যের বিভিন্ন পেশাভুক্ত সরকারি কর্মচারিদের অবসরের বয়স ভিন্ন হবে? আর কেনই রাজনৈতিক পদাধিকারীদের অবসরের কোনও নির্দিষ্ট বয়স থাকবে না? রাজনীতি করে মন্ত্রী হতে, সভাপতি হতে, চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলর হতে কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতামান থাকবে না কেন? আর কেনই বা থাকবে না কোনও অবসরের বয়স? কেন যে কোনও বয়স পর্যন্ত মন্ত্রী, এমএলএ বা এমপি পদে থাকা যাবে? সরকারি দপ্তরে পিওন হতে গেলেও যেখানে তাকে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হয়, সেখানে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পঞ্চায়েতের প্রধান পর্যন্ত কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই কেন? আরো মজার ব্যাপার–প্রত্যেক সরকারি পদে চাকরির ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষাও হয়ে থাকে, তার কর্মক্ষমতা যাচাই করার জন্য। কিন্তু দেখুন রাজনৈতিক নেতাদের বেলায় এসবের কোনও বালাই নেই। কী মজা!

এ যেন মামাবাড়ির মোয়া। হায়রে, দেশের নিয়ম কানুন! এ বিষয়ে অবশ্য সংবিধান কোনও কথা বলেনি। কেন্দ্রের আইনসভাও নিশ্চুপ। আবার রাজ্যগুলির বিধানসভায়ও কোনও আইন প্রস্তুত করা হয়নি। তাহলে বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা পরাবে কে? এসব ব্যবস্থার নামে অব্যবস্থা ও নেতা–মন্ত্রীদের ইচ্ছামত যেকোনও কাজ বা জনগণের স্বার্থের নামে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যেকোনও নিয়ম–নীতি বানানো বা আইন প্রনয়নের ক্ষমতার আশু পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন। মনে হয়, এ ধরনের বৈষম্য ও অবিচার আর বেশিদিন বরদাস্ত করা উচিত হবে না।

উল্লেখ্য শিক্ষক –শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরের বয়স কিন্তু স্বাধীনতার শুরু থেকেই এমন বৈষম্যমূলক ছিল না। সরকারে যেই আসুন না কেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক –শিক্ষিকাদের প্রতি সুবিচার ও সহানুভূতিশীল হতে তাদের তেমন ভাবে খুব একটা দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৮১ সালের ৩১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক আদেশনামা(Memo no. 372–Edn.{B}) অনুযায়ী সরকার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসরের বয়স ৬৫ ও ৬০ করে। উক্ত নির্দেশিকায় বলা হয়, যে সমস্ত সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক –শিক্ষিকারা রিভাইসড পে–স্কেলের জন্য আবেদন করবেন, ১৯৮১ সালের ১ এপ্রিলে তাদের বয়স ৫৪ থেকে ৫৭ বছরের মধ্যে হলে তাদের অবসরের বয়স হবে ৬০। তবে যারা ১৯৮১ সালের ১ এপ্রিল ৫৭ বছর পূর্ণ করবে তাদের ১৯৮৭ সালের ৩১ মার্চ ৬৫ বছর সম্পূর্ণ হলে তারা ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবে–অবশ্য যেটা আগে হবে। আর নন–টিচারদের অবসরের বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ৬০ বছর। এরপর ১৯৯০ সালের রোপা অনুযায়ী ১৯৮৬ সাল থেকে শিক্ষক –শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থী সকলের জন্য অবসরের বয়স ধার্য করা হয় ৬০ বছর। তবে এক্ষেত্রে বলা হয় যে, সেই অনুযায়ী যারা অপশন দেবেন, তাদের অবসরের বয়স হবে ৬০ বছর।

অপরদিকে ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবসরের বয়স ৬৫ করে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অবসরের বয়স একধাপে ৭০ বছর করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদেরও অবসরের বয়স ৬০ এই আটকে রইল। এখন আমার প্রশ্ন হল : কেন এরূপ বৈষম্য হবে? কেন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের অবসর নিয়ে এরূপ বৈষম্যমূলক একপেশে ও খামখেয়ালীপূর্ণ আচরণ করা হবে? একজন অধ্যাপক, অধ্যক্ষ বা উপাচার্য ৬৫ থেকে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চহারে মূল বেতন, মহার্ঘ্যভাতা, হাউসরেন্ট ও চিকিৎসা বাবদ ভাতা ও অন্যান সুযোগ সুবিধা উপভোগ করবেন আর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৎসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা ৬০ বছর বয়সে অবসর নিয়ে কেন সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন? কেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স ৬৫ ও প্রধান শিক্ষক –শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স ৭০ বছর করা হবে না? সময় এসেছে এসব বিষয়ে রাজনৈতিক প্রশাসকদের ভাবার। একটু ভাবুন আমলারাও। যদি তাদের রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষক –শিক্ষিকাদের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ থেকে থাকে তাহলে শুরু করুণ কার্যপ্রণালী এবং রূপায়ন করুন তা অবিলম্বে।

বেতন বঞ্চনা নিরসনের দাবিতে প্রধান শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ অক্টোবর রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠন এ এস এফ এইচ এম এর পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষার সদর দপ্তর বিকাশ ভবনে রাজ্যের হাই স্কুল এবং হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকাদের পে স্কেল এর বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিগত ডেপুটেশনের সময় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পরামর্শ দাতা এবং কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশনকে। পুজোর আগে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের দাবি সনদ এর প্রত্যেকটি পয়েন্ট খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন এবং সেই সময় বলেছিলেন, মাদ্রাসা– হাই –হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও মাদ্রাসাগুলির প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন বঞ্চনার বিস্তারিত রিপোর্ট ২৩অক্টোবর বিকাশ ভবনে সংগঠনের প্রতিনিধিদল মতামত জানাবেন। সে মোতাবেক দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন তথ্য সহকারে সরকারী শিক্ষা অধিকারিকগণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ১৯৪৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন তাঁদের ক্রমাগত বেতন বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রতিনিধিদল বলেন, তাঁদের কাজের বহর বেড়েছে শতগুন, কিন্তু অন্যদের সাপেক্ষে তাঁদের ক্রমাগত বেতন কমেছে। একই সঙ্গে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যাতে এ্যাডিশনাল রেমুনারেশন পান তার ব্যবস্থা গ্রহণ সহ অন্যান্য সমস্ত আর্থিক বিষয় যেখানে স্কুল ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আর্থিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। রাজ্যের স্কুল এবং হাই মাদ্রাসা চলতি বছরে অদ্যাবধি কোন একমাত্র সরকারি অনুদান কম্পোজিট গ্রান্ট পেলো না।সে বিষয়ে ও শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি, ইন্টার –ডিস্ট্রিক্ট কো–অর্ডিনেটর আলতাপ সেখ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মিনু পাল, সহ–সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক এবং গভর্নিং বডির সদস্য কাজল কান্তি বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিষ্ণুপদ শিট,প্রমূখ।

৯৭তে শেষ হল গণেশবাবুর উজ্জ্বল ইনিংস

কুনাল মালিক : ১৯ অক্টোবর রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক তথা বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ প্রয়াত হন (৯৭)। শিক্ষাজীবন বজবজ ও কলকাতায় শেষ করে বিদেশি তেল কোম্পানিতে ৩০ বছর উচ্চ পদে কাজ করে জনসেবার টানে চাকরি থেকে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায় অবসর। বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের পর বাংলার মাটিতে প্রথম পা বজবজে রেখেছিলেন, এই তথ্য গবেষণার মাধ্যমে গণেশবাবুই প্রকাশ্যে এনেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিবছর পূর্ব রেল স্বামী বিবেকানন্দের নামে ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ ট্রেন বজবজ স্টেশন থেকে চালান। বজবজের শিখ ও ইংরেজদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক কোমাগাটামারু ঘটনা নিয়ে বই রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। এছাড়াও বজবজে নদী উৎসব, চাইনিজ ফেস্টিভ্যাল, চিলড্রেনস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সহ নানা বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানের তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক। রাজ্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ইন্দো জাপান অ্যাসোসিয়েশন থেকে স্বর্ণপদক, আইআইটি খড়গপুর থেকে স্বর্ণ স্মারক, কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল্যবান কলম, আমেরিকার বায়োগ্রাফি ইনস্টিটিউট থেকে 'ম্যান অফ দ্যা ইয়ার' সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন গণেশ ঘোষ। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ বজবজের নানা ইতিহাস তিনি গবেষণার মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলি হল, বাংলার জালিয়ান ওয়ালাবাগ বজবজের কোমাগাটামারু, দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্মরণীয় ব্যক্তি, বিশ্ব কুইজ, বজ বজ পরিচয় ইত্যাদি। গণেশবাবুর প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রচুর বিদগ্ধ মানুষ তাঁর বাসভবনে ভিড় জমান শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। বজবজ পুরসভা, বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী সহ নানা জায়গায় গণেশবাবুর নশ্বর দেহকে নিয়ে যাওয়া হয়। বজবজের মানুষজন তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি মরণোত্তর দেহ দানের অঙ্গীকার করেছিলেন, তাই তার দেহ সরকারি হাসপাতালে তুলে দেওয়া হয়।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের প্রিয় শুভানুধ্যায়ীর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণেশ ঘোষ (১৯২৭–২০২৪)

দেশ দেশান্তরে

মাছ–বৃষ্টি

সিদ্ধার্থ সিংহ

আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জমলে, তুমুল হাওয়া বইতে শুরু করলে, আকাশ বিদীর্ণ করে মেঘ ডাকলে, তার সঙ্গে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকালে এবং মুষলধারে বৃষ্টি– এই সব কটা একসঙ্গে শুরু হলেই মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাসের লোকেরা বুঝতে পারেন, এ বার মাছ বৃষ্টি হবে। বুঝবেন নাইবা কেন, একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে যে এটাই হচ্ছে! প্রতি বছর মে থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি এই বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে আছড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ জীবন্ত মাছ। তাও একবার নয়, বছরে অন্তত দুবার। তবে না, এই মাছগুলো সাধারণত ছইঞ্চির বেশি হয় না।

এটা হয় মূলত হন্ডুরাসের ইউরো শহরে। এই শহরের লোকজন এই মাছ কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রান্না করে খান। এটা তাঁদের কাছে এতটাই আনন্দদায়ক ঘটনা যে, ১৯৯৮ সাল থেকে এই ঘটনাকে ঘিরে প্রতি বছর উৎসবের আয়োজন করা হয়। স্থানীয়রা এই ঘটনাটাকে বলেন, 'জুভিয়া দে পেতেস' (Lluvia de Peces)। এই স্প্যানিশ শব্দটির অর্থ হল––– মাছের বৃষ্টি। আকাশ থেকে অঝোরে ঝরে পড়তে থাকে মাছ, স্কুইড, ব্যাঙ ও আরও কত কী! স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসময় রীতিমত লোক নামিয়ে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করাতে হয়। একটা সময় পর্যন্ত এ অঞ্চলের বহু মানুষ বিশ্বাস করতেন যে, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি, মানে ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৪ সালের মধ্যে হন্ডুরাসে আসা ক্যাথলিক ধর্মযাজক হোসে সুবিরানার আশীর্বাদেই এই মাছ–বৃষ্টি হয়। উনি যখন হন্ডুরাসে আসেন, তখন এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষই অত্যন্ত অভাব, অনটন আর দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাতেন। দুবেলা খাওয়া পর্যন্ত জুটত না। তাঁদের সেই দুর্দশা দূর করার জন্যই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তিনি। তাঁর প্রার্থনার পর থেকেই নাকি স্বয়ং ঈশ্বর আকাশ থেকে এই 'মাছের বৃষ্টি' শুরু করেন।

যে এলাকায় প্রতিবছর একেবারে নিয়ম করে এই মাছের বৃষ্টি হয়, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সেটা প্রায় ২০০ মাইল দূরে। তাই অনেকে মনে করেন, আটলান্টিক মহাসাগরের টর্নেডো বা সামুদ্রিক ঝড়ই আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এই মাছগুলোকে উড়িয়ে এনে এ

অঞ্চলে ফেলে। কিন্তু এরকম ঘটনা প্রতি বছর কী করে সম্ভব, তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। এর পাশাপাশি এই মাছ–বৃষ্টি নিয়ে অনেক লোককথাও প্রচলিত আছে। শোনা যায়, ১৯৭০ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দলকে পাঠানো হয়েছিল হন্ডুরাসে। তাঁরা জানান, এই অঞ্চলে আকাশ থেকে যে সব মাছের বৃষ্টি হয়, তা কোনও সামুদ্রিক মাছ নয়। সেগুলো মিষ্টি জলের মাছ। অর্থাৎ, আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া মাছগুলো কোনও নদী, পুকুর বা হ্রদের মতো মিষ্টি জলাশয়ের মাছ। শুধু তাই–ই নয়, বেশির ভাগ মাছই প্রায় একই প্রজাতির। বেশ কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য এই সব মাছ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে বলেছেন, এই মাছগুলো দৃষ্টিহীন। মানে এই মাছগুলো সমুদ্রের অনেক গভীরে থাকে। যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। ডাঙায় যে টর্নেডো হয়, তার গতিবেগ থাকে ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার। জলে সেটা ১০০ কিলোমিটার। তাতেই সমুদ্রের তলদেশ থেকে এই মাছগুলোকে তুলে এনে এখানে ছুড়ে ফেলে।

শুধু হন্ডুরাসেই নয়, এইরকম মাছের বৃষ্টির কথা শোনা গেছে আরও বহু জায়গাতেই। ১৮৬১ সালে সিঙ্গাপুরেও হয়েছিল মাছ–বৃষ্টি। ১৯৪৭ সালের ২৩ অক্টোবরে হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানায়। ২০১০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের রাজামারুতে। তবে জীবিত নয়, ছোট ছোট সাদা মাছগুলোকে দেখে মনে হয়েছিল, ফ্রিজে রাখা মাছ। এই একই রকম মাছ–বৃষ্টি হয়েছিল থাইল্যান্ডেও। হঠাৎই একদিন শ্রীলঙ্কার চিলাও গ্রামেও শুরু হয় মাছ–বৃষ্টি। ওখানকার লোকেরা দেখেন, বৃষ্টির সঙ্গে অবাধে ঝরছে বেশ ছোট ছোট মাছ। মাছগুলো একদম তরতাজা। কোনও কোনওটা দিব্যি লাফাচ্ছে। তাঁরা কুঁড়োতে শুরু করেন। মাছ ভর্তি পাত্রে জল ঢালতেই দেখা যায়, লাফিয়ে উঠছে সেই সব মাছ। শ্রীলঙ্কার এই মাছ–বৃষ্টির খবর ফলাও করে জানিয়েছে বিবিসি–সহ বহু আন্তর্জাতিক মিডিয়াও। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, ঘরের চালে আকাশ থেকে ভারী কিছু পড়ার শব্দে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। এসে দেখেন ঘরের চালে, বাড়ির উঠোনে, মাঠে ঘাটে, এমনকী রাস্তাতেও ছড়িয়ে–ছিটিয়ে পড়ে আছে তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এই মাছগুলো। বিবিসি জানিয়েছিল, খাওয়ার উপযোগী এই মাছ সে দিন প্রায় পঞ্চাশ কিলোর মতো কুড়িয়েছিলেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মাছ–বৃষ্টি অস্বাভাবিক হলেও প্রকৃতিতে এটা ঘটে থাকে। মাছ ভর্তি কোনও কম গভীরতার জলাশয়ের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেলে এমন জলঘূর্ণি হতে পারে। তখন জলে থাকা মাছ, ব্যাঙ–সহ সব কিছুই ঘূর্ণিবায়ুর সঙ্গে আকাশে উঠে যায়। আকাশে উঠে যাওয়ার পর ঝড়ের সঙ্গে অনেক দূরে চলে যেতে পারে এ সব জলজ প্রাণী। এমনকী, এই জলঘূর্ণি থেমে যাওয়ার পরও মেঘের স্তরের কারণে এরা সাময়িকভাবে আটকে থাকতে পারে ওপরেই। আর তুমুল ঝড়–জলের সঙ্গে মেঘের ভিতর থেকে ঝরে পড়তে শুরু করে ওই সব জলজ প্রাণী। শ্রীলঙ্কায় এই মাছ–বৃষ্টি অবশ্য সে বারই প্রথম নয়। ২০১২ সালে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি–বৃষ্টি হওয়ার কথাও জানা গেছে। সেই একই বছরে লাল ও হলুদ রঙের শিলাখণ্ডের অস্বাভাবিক শিলাবৃষ্টিও হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ওই শিলাগুলো মহাকাশ থেকে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন বেশ কিছু বিজ্ঞানী। অনেকে এটাকে অলৌকিক ঘটনা মনে করলেও, মার্কিন এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশের এই শিলাবৃষ্টি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের এই মাছ–বৃষ্টি নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন।

পাচারের বিরুদ্ধে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ১৯ অক্টোবর ২০২৪ শনিবার মানব পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো 'ওয়াক ফর ফ্রিডম' এই পথসভায় ২০০ জনের বেশি নাগরিক ওয়াক ফর ফ্রিডম–এ অংশগ্রহণ করেন। শিলিগুড়ির চাম্পাসারি রোডের উত্পাল নগরে অনুষ্ঠিত এই পথযাত্রায় বিভিন্ন কলেজ, সরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অংশগ্রহণ করে। শিলিগুড়ির সহকারী পুলিশ কমিশনার ফারুক চৌধুরী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, "প্রতি সাধারণ মানুষকে মানব পাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, এবং আমাদের শহরগুলোকে পাচার শূন্য করা উচিত।" কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন বর্মন,বলেন, এটি আমার দায়িত্ব আমি আমাদের এলাকার মানুষের যত্ন নেব।" এই ওয়াকটি দ্য মুভমেন্ট ইন্ডিয়া, ট্রিনিটি ইন্ডিয়া ট্রাস্ট ও কাঁচনজঙ্ঘা উদার কেন্দ্রের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। এতে বিভিন্ন এনজিও, হিমসার্ভ, টিনি হ্যান্ডস, হোসানাহ মহিলা মন্ত্রণালয়, নিউ লাইফ চার্চ, মানবাধিকার সদস্য, আইনজীবী দল, নেপালি কল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এস এস বি, বি এস এফ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীরা চাম্পাসারি রোডের কার্তিক ভবন থেকে শুরু করে চাম্পাসারি মোড় পর্যন্ত হাঁটেন।

তারাপীঠের তারা মা এবার শিলিগুড়িতে

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে এবারে কালী পূজার জমজমাট, কোথাও হচ্ছে নৈহাটির বড়মার আদলে পুজো, কোথাও আবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লা কালী। কোথাও তারাপীঠের তারা মায়ের আদলে পুজো। প্রধান নগরের নেতাজি ক্লাবের পুজো এবার ৫৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবার তাদের প্রতিমা তারাপীঠের তারা মায়ের আদলে তৈরি হচ্ছে। এক সদস্য জানান, শিলিগুড়িতে প্রচুর তারা মায়ের ভক্ত রয়েছে। কালীপুজোর দিন তারাপীঠ মন্দিরে ভক্তদের ঢল নামে তবে অনেকের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব হয় না। তাদের কথা মাথায় রেখেই তারা পীঠের তারা মায়ের আদলে প্রতিমা তৈরি করছেন। চলছে প্যান্ডেল ও প্রতিমা তৈরির কাজ

বড় কালীবাড়ির পুজো ৯৮ তম বর্ষে

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : বড় কালীবাড়ির পূজো এবছর ৯৮ তম বর্ষে পদার্পণ করবে। চলছে পুজো ঘিরে প্রস্তুতি, প্রতিবছর আনন্দময়ী কালিবাড়ি তথা বড় কালি বাড়িতে মহাসামরহে শ্যামাপূজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কালীপুজোর দিন ছাড়াও সারাবছরই আনন্দময়ী কালীবাড়িতে ভক্তদের ঢল নামে। কালীবাড়ি কমিটি জানিয়েছে, প্রতিবছরের মতো এবছরও মহাসমরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুজো। এছাড়া প্রসাদেরও ব্যবস্থা থাকবে সকলের জন্য। এবার এই কালীপুজোর ৯৮ তম বর্ষ, পুজোর প্রাক্কালে এই আনন্দময়ী কালী বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মূর্তি উন্মোচন হবে। কালীপুজোর পরের দিন শুক্রবার সকাল ৭ টা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

নতুন যাত্রা শুরু বাগডোগরা বিমানবন্দরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভার্চুয়ালী শিলান্যাস করেন ২০ অক্টোবর। শিলিগুড়ির অদূরে অবস্থিত কাওয়াখালী ময়দানে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

সবার নজর কেড়েছে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে বড় স্ক্রিনের একপাশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অন্যপাশে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। পাশে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপুর ছবি। দেখার মত যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব প্রথম থেকেই অনুষ্ঠানে সৌজন্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে একাধিকবার সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা গেছে গৌতমবাবুকে। অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, রাজ্য সরকার বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জমি ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার জন্যই বাগডোগরা বিমানবন্দর নূতন পথের যাত্রা শুরু করতে চলেছে ! বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, আগামী দিনে রাজ্য সরকার যদি জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে তবে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলায় আরও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবে।

কালীপুজোর প্রাক্কালে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : হাতে গোনা কয়েকটি দিন মাত্র বাকি কালী পুজোর। তাই মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা প্রতিমা তৈরিতে। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। বিশ্বকর্মা পুজো, দূর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজোর পর কালীপুজো ও দীপাবলি। দীপ অর্থাৎ প্রদীপ। যা আলোর প্রতীক। প্রদীপের আলো আলোকিত করে অন্ধকার আলোয় ভরিয়ে তোলা। যদিও এখন বাজার থেকে কিনে আনা চায়না আলোর ব্যবহার বেশি দেখা যায়। মাটির তৈরি প্রদীপ এখন খুব কম লোকই ব্যবহার করে। মনের ভিতর জমে থাকা অন্ধকারকে দূর করে নতুন আলোয় ভরিয়ে তোলা। মা চতুর্ভূজা। তার চার হাত। এই ধরণীর বুকে চারদিকে ছড়িয়ে

রয়েছে অসংখ্য মুখোশ ধারী অসুর। সেই সব অসুরের মনের ভিতর জমে থাকা অসুরকে বধ করে তাকে আলোয় ফিরিয়ে আনা। তাই এই সময় অনেকে রাবনের মূর্তি কিংবা গ্রামগঞ্জে খড় দিয়ে তৈরি মূর্তি(যা অনেকে বুড়ি পোড়ানো বলে) করে পোড়ায়। এখানে অসুরকে পুড়িয়ে একটা বিশেষ বার্তা দেওয়া। তাই কালি পুজো বা দীপাবলি এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের মনের মধ্যে জমে থাকা অসুরকে চিরতরে বধ করে সেই সব মানুষকে আলোয় ফিরিয়ে আনা। এদিন রাতে চারিদিকে শুধু আলো আর আলো। গ্রাম কিংবা শহর এদিন মেতে ওঠে মা কালী আরাধনায়। অসুর সংহারকারি মা কালী না কি এইদিন সর্বত্রই স্বমহিমায় বিরাজ করেন। পটুয়া পাড়ায় তাই প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে।

জগদ্ধাত্রীপুজো নিয়ে বৈঠক

মলয় সুর : জগদ্ধাত্রী পূজা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সোমবার কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশাসনিক বৈঠক করল হুগলি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে ওই বৈঠকে জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগরের কমিশনার অমিত পি জাভালগি, মেয়র রাম চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এবারের পুজোয় বিপুল জনসমাগম হবে। পুলিশ থেকে দমকল দর্শনার্থীদের স্বাভাবিক যাতায়াত নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা করেছে। ঠিক করা হয়েছে চন্দননগর ফেরিঘাট এবং চন্দননগর ও মানকুণ্ডু স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানো হবে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। পাশাপাশি ভদ্রেশ্বরের এঙ্গাস এলাকায় রেললাইনের একটি সমস্যা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। জানা গিয়েছে, জিটি রোডের উপর রেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের দুটি খুঁটি আছে। তার জেরে চাপদানী থেকে শোভাযাত্রার লরি চন্দননগরে আসার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন খুবই ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সব রকমের সহযোগিতা করছি। পাশাপাশি প্রশাসনও সুষ্ঠু পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে। চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের ঐতিহ্য। এবার শোভাযাত্রার সংখ্যা বাড়বে। প্রচুর মানুষ আসবেন জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে। পৌরসভার তরফে যাবতীয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের চতুর্থ শ্রেণী পড়ুয়াদের বৃত্তি পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : প্রাথমিক শিক্ষায় পড়ুয়াদের শিক্ষার ভীতকে মজবুত করার লক্ষে ১৯৯২ সাল থেকে রাজ্যের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াদের মেধা বিকাশের লক্ষে বৃত্তি পরীক্ষা শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ। সোমবার থেকে রাজ্যের ২৩০০ পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এই পরীক্ষা শুরু হয়েছে, শেষ হবে শুক্রবার। মোট ৫ দিনে ৫টি ভিন্ন বিষয়ে এই পরীক্ষা হচ্ছে। এবছর সারা রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৮২ জন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এদিন সারা রাজ্যের সাথে সাথে জয়নগর, কুলতলি, বারুইপুর, রায়দীঘি, মথুরাপুর,ক্যানিং সহ একাধিক এলাকার সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। বাংলা, হিন্দি ও উর্দু এই ৩টি ভাষায় চতুর্থ শ্রেনির পড়ুয়াদের মেধা বিকাশের লক্ষে এই বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়। সোমবার এব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির ইনচার্জ রীতা সরকার বলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মোট

২৮২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯ হাজার ৯৮২ জন পড়ুয়া এবারে পরীক্ষায় বসেছে। তাঁর মধ্যে জয়নগর ও কুলতলির ৪৮ টি সেন্টারে মোট ৪ হাজার ৩০ জন পড়ুয়া এবারে পরীক্ষায় বসেছে। সোমবার প্রথম দিন মাতৃভাষা, মঙ্গলবার গণিত, বুধবার সমাজ বিজ্ঞান, বৃহস্পতিবার বিজ্ঞান ও শুক্রবার শেষ দিনে ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

BUDGE BUDGE NANGI CO-OPERATIVE BANK LTD.

63, M. G. ROAD, KOLKATA -700 137. E-mail: admin@bbncbltd.in

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2024

Previous Year `	CAPITAL & LIABILITY	Details	Amount	Previous Year `	ASSET	Details	Amount
	1. CAPITAL			12,14,565.76	1. CASH IN HAND		9,78,377.41
7,00,00,000.00	a) Authorised Capital .....Shares of `.....each		7,00,00,000.00				
51,92,560.00	b) Paid up share capital		50,66,040.00	7,75,87,423.00	2. BALANCES WITH BANKS	Schedule 5	8,32,88,871.30
2,66,89,908.20	2. RESERVE FUND & OTHER RESERVES	Schedule 1	2,71,83,852.20		3. INVESTMENTS		
				8,02,20,650.00	a) CSGL ACCOUNT (GOI BOND)	Schedule 18	12,55,55,650.00
22,28,91,849.93	3. DEPOSIT	Schedule 2	22,10,31,738.41				
				51,49,439.16	b) Other Investments	Schedule 6	52,34,313.16
55,16,143.00	5. OVERDUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	37,84,202.00				
				2,18,88,868.00	4. LOANS & ADVANCES	Schedule 7	1,85,23,121.00
1,21,33,514.50	6. OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	Schedule 4	99,06,758.77				
				-	5. INTEREST RECEIVABLE		
1,92,151.50	7. DEAF ACCOUNT		2,06,951.42	11,42,653.00	INTEREST RECEIVABLE ON GOI BOND	Schedule 15	14,54,738.00
				55,15,519.00	INTEREST RECEIVABLE ON INVESTMENT	Schedule 15	8,08,014.00
	INTEREST PAYABLE ON DEPOSIT	Schedule 3	10,97,226.00		INTEREST RECEIVABLE ON OLD ADVANCES		17,78,399.00
				56,05,290.00	LOANS AND ADVANCES	Schedule 8	32,16,271.00
				55,16,143.00	OVER DUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	37,84,202.00
				1,92,151.50	DEAF ACCOUNT TO RBI- 1417		2,06,951.42
				34,86,773.00	6. FIXED ASSETS	Schedule 9	30,57,268.00
				66,13,821.25	7. OTHER ASSETS	Schedule 10	70,59,256.55
				1,41,30,352.86	8. ACCUMULATED LOSS	Schedule 17	1,33,31,335.96
	TOTAL		26,82,76,768.80		TOTAL		26,82,76,768.80

CONTINGENT LIABILITIES: Deposit Liability transferred to DEAF (Depositor Education & Awareness Fund) for Unclaimed Deposit for more than 10 years for 911 number of accounts for 206951.42

NIRANJAN DAS
Manager
Budge Budge Nangi Co-Operative Bank Ltd.

Accountant-in-charge
Budge Budge Nangi Co-Op. Bank Ltd.

Special Officer
Budge Budge Nangi Co-Op. Bank Ltd.

ABHIJIT DUTT & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN 316049E)
Abhijit Dutt
Partner
Membership No. 052134

পার্কিং ফি গায়েব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের বৈধ পার্কিং ফ্রি কালেকশন করা যাচ্ছে না। অভিযোগ কার জানেন? অভিযোগটি করেছেন স্থানীয় অত্যন্ত জনপ্রিয় পৌরপ্রতিনিধি সুনন্দা সরকার। তিনি বলেছেন, এতে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে। সেজন্যই ইতিমধ্যেই কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানিয়েছি এবং সুনন্দ সরকার প্রস্তাব করেছেন, পার্কিং ফি গায়েব যাঁদের দ্বারা হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি আরও বলেন, এই বিশৃঙ্খলাটা বেশকতকটা সুদুর প্রসারী হয়েছে। কেন না এর জন্য স্থানীয় অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। পথচারীরা দৃশ্যতঃ ভয় পাচ্ছে। যাঁকেতাঁকে ধাক্কা দিয়ে টাকাপয়সা চাওয়া হচ্ছে। আর এমনিতেই ওই এলাকা কলকাতার একটা স্পর্শকাতর এলাকা। সেকারণেই একটু বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কিং দপ্তর মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ২০২১ সালে টেন্ডারের মধ্যে দিয়ে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের একটি অংশ 'সাউদার্ন ফি কার পার্কিং কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে কোম্পানির পার্কিং আদায়ে নামের নাম বরাদ্দ হয় এবং তারা নির্ধারিত ফি নিয়ম মতো জমা দিচ্ছেন। ২০২১ সাল থেকে তাদের কোনও ডিউ নেই। অর্থাৎ তারা নিয়মিত পেমেন্ট করে দিয়ে যাচ্ছেন। তবে যা শুনছি সে বিষয়ে কলকাতা পুলিশকে পুরোটা জানানো উচিত। কারণ, এটা দেখার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের।

চিকিৎসা বর্জ্য ডিস্পোজাল সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব চিকিৎসা বর্জ্য ডিসপোজল সেন্টার আপাতত নেই। তবে আগামীদিনে তা তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস্ ২০১৬ অনুযায়ী পচনশীল বর্জ্য(ওয়েট ওয়েস্ট) ও অপচনশীল বর্জ্য(ড্রাই ওয়েস্ট) পৃথকীকরণের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার একটা ব্যবস্থা রয়েছে। এই পচনশীল বর্জ্য যেগুলি আছে সেগুলির মধ্যে কোনও রকমভাবে 'বায়োডিগ্রেবেল মেটিরিয়াল অর্থাৎ পচনশীল বর্জ্য চিকিৎসা বর্জ্যর সঙ্গে মেশানো যায় না। বিভিন্ন হসপিটাল, নার্সিং হোমে যে চিকিৎসা বর্জ্য উৎপন্ন হয় সেগুলি বিভিন্ন রঙের প্লাস্টিকের মধ্যে আলাদাভাবে পৃথকীকরণ করা হয়। উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়াতে চিকিৎসা বর্জ্য ডিসপোজ করার একটা প্ল্যান্ট আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদিত এজেন্সির মাধ্যমে এই চিকিৎসা বর্জ্যগুলো তোলা হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার এখনও সেই ইনফ্রাসট্রাকচার নেই যে 'মেডিকেল ওয়েস্ট তুলবে। বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের তরফে নিত্য প্রায় ১৯৩ কিলোগ্রাম চিকিৎসা বর্জ্য তৈরি হয়। সেটাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের অনুমোদিত যে এজেন্সিগুলো আছে, তাদের মাধ্যমে রীতিমতো 'চার্জ দিয়ে ওই ওয়েস্টকে ডিসপোজ করা হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব কোনও ডিসপোজ সেন্টার নেই। আমাদের নিজস্ব 'আপার প্রাইমারি হেলথ সেন্টার থেকে নিত্য যে চিকিৎসা বর্জ্য তৈরি হয় সেটাও ওই এজেন্সি নিয়ে যায়।

এবিষয়ে সম্প্রতি কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যেহেতু বেশিরভাগ মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজল প্রাইভেট কোম্পানিগুলো তাদের মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজল নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠছে। তাই চিকিৎসা বর্জ্য ডিসপোজ বিষয় আমি একটা নির্দেশ দিয়েছি। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব সিএনজি উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে। পচনশীল বর্জ্য দিয়ে জৈব সার উৎপাদন প্ল্যান্ট আছে। তাহলে কেন কলকাতা পৌরসংস্থা নিজেরাই একটা মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজ প্ল্যান্ট তৈরি করবে না।'

কনসালটিং এজেন্সিগুলোর প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে যদি কলকাতা পৌরসংস্থা একটা মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজল প্ল্যান্ট করতে পারে তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব ১৪৪টি ইউপিএইচসি এবং পৌরসংস্থার অন্যত্র সেন্টার থেকে দৈনিক যে প্রায় ১৯৩ কিলোগ্রাম চিকিৎসা বর্জ্য তৈরি যে তা নিজেদের প্ল্যান্টেই ডিসপোজ করা যাবে। এছাড়াও কলকাতায় প্রচুর বেসরকারি হসপিটাল গড়ে উঠেছে। তাদের মেডিকেল ওয়েস্টও আমরা ডিসপোজ করতে পারি। সরকারি নিয়মনীতি মেনে ডিসপোজ হলে 'রি–সেলিং–এর যে অভিযোগগুলি আসে সেগুলি বন্ধ হবে। আর কলকাতা পৌরসংস্থার একটা আলাদা রোজগারের ব্যবস্থা হবে।

বার্তা

জলকালী : বৃষ্টির মধ্যেই চলছে শেষ পর্যায়ে প্রতিমা তৈরির কাজ।
ছবি : অরুণ লোধ

ছোবল : দানার ফলে কালীঘাট বাজারের রাস্তা জলমগ্ন।
ছবি : অঞ্জলি মণ্ডল

জল–জঞ্জাল : দু'দিকের নিকাশি বন্ধ মদনমোহনতলা বাজারের জঞ্জালে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন বেহালার বীরেন রায় রোড।

জাতীয় সম্বোধন হোক 'জয় হিন্দ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে চেতলার হিন্দ সংঘে নেতাজি চেতনা মঞ্চের পক্ষ থেকে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। নেতাজি অনুরাগী বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। জয় হিন্দ ধ্বনিকে জাতীয় সম্বোধন হিসেবে মান্যতা দেওয়ার জন্য এদিন সকলের মতামত নিয়ে সর্বসম্মতিতে এক রেজোলিউশন গ্রহণ করা হয়। এই নির্যাস ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পাঠানো হবে। কনভেনশনের এর সভাপতিত্ব করেন হিন্দ সংঘের সভাপতি এবং নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। জয় হিন্দ ধ্বনির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড: জয়ন্ত চৌধুরী। সকলেই তাদের বক্তব্যতে জয় হিন্দ কে জাতীয় সম্বোধন করবার জন্য দাবি তোলেন।

বিপজ্জনক গাছ আতঙ্কের সৃষ্টি করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের বহু স্থানে পুরনো জীর্ণদশায় বহু বাড়ি আছে, যার মধ্যে কিছু বাড়িতে আবার কোনও বাসিন্দাই দীর্ঘদিন যাবৎ থাকেন না। আর এই বাড়ির দেওয়ালে–ছাদে আকাশ সমান বিশাল বিশাল গাছ হয়ে আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

মধ্য কলকাতার ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ইন্দ্রনীল কুমারের বক্তব্য, ওইসব বিপজ্জনক বাড়ির আশেপাশের আতঙ্কিত বাসিন্দারা নিত্য আমাদের অনুরোধ করেন, ওই বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে থাকা গাছ ছেটে দিয়ে ছোটো করে দেওয়ার জন্য। খুবই অপ্রশস্ত গলি ও গায়েগায়ে বাড়ি। এক বাড়ির ছাদের সঙ্গে অপর বাড়ির ছাদ প্রায় লেগেলেগে আছে। ওইসব বাড়ির আশেপাশের বাসিন্দারা বর্তমান রোজকারের অসুবিধা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে?

কিন্তু, কলকাতা পৌরসংস্থা কী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়ির গাছ ছেটে দিয়ে পার্শ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দাদের সাহায্য করতে

পারে? এই নিয়মকানুন সংক্রান্তে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান পালন দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ইন্দ্রনীল কুমারের উৎকণ্ঠা ও তাঁর চিন্তার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। কারণ আমি নিজেও একজন পৌরপ্রতিনিধি। আমিও পৌরপ্রতিনিধি হওয়ায় প্রায় এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমি ইন্দ্রনীলকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাড়ির মধ্যে আমরা কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে গাছ কাটতে পারি না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় দেখা গেছে আশেপাশের বাড়ির গাছগাছালি বড়ো হয়ে বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। সেটার ক্ষেত্রে অনেক সময় কলকাতা পৌরসংস্থা মানবিক কারণ দেখিয়ে ওই সব বিপজ্জনক রূপ ধারণ করা গাছ ছেটে ছোটো করে দেওয়া হয়। কিছু যেখানে আমরা এ কাছ করে দিই, সেখানে আমাদের 'হাইড্রোলিক ল্যাডার প্রবেশের রাস্তা আছে। কিন্তু যেখানে হাইড্রোলিক ল্যাডার প্রবেশের রাস্তা থাকে না, সেখানে গাছ ছাটার রাস্তা থাকে না। এক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যায় বাড়ির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। কারণ এই গাছ ছাটতে ম্যানুয়্যালি কাজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাড়ির মালিকই দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করানো যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া।

ছবি : সুমন সরদার

জয় মা কালী

চক্রবর্তী বাড়ির নিমকাঠের সিদ্ধেশ্বরী কালী

দীপংকর মান্না

আমি আছি তোর পাশের গ্রামে,
এক প্রকাণ্ড নিম গাছে, আর
থাকতে পারছি না, তুই এবার
আমাকে প্রতিষ্ঠা কর– এক
অমাবস্যার রাতে এই স্বপ্নে চমকে
ওঠেন চক্রবর্তী বাড়ির আদি পুরুষ
ঘন্টেশ্বর দেবশর্মা। তড়িঘড়ি ঘুম
থেকে উঠে শুদ্ধ মনে খুঁজতে
চলেন স্বপ্নে দেখা মাতৃরুপী নিম
গাছের সন্ধানে।

ছোট্ট কৃষিজীবী গ্রাম রঘুনাথপুর। হাওড়া উদয়নারায়ণপুর ব্লকের এই গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে– শ্যাওড়াবেড়িয়া, রঞ্জবাড়, চিত্রসেনপুর, বিধিচন্দ্রপুর, ভবানীপুর ও বড়দা গ্রাম। রঘুনাথপুর গ্রামের পূর্ব পাড়ার শীতলা মন্দিরের কোলঘেঁষে সীতারামতলা। এখানেই ছয় সাত ঘর চক্রবর্তী বাড়ির বাস। সম্পূর্ণ নিম কাঠের কালী দেখার কৌতুহলে এক সোমবার পৌঁছে যাই স্বাস্থ্য কর্মী চিত্রলেখা চক্রবর্তীর আমন্ত্রনে রঘুনাথপুর চক্রবর্তী বাড়ি। বাড়ির প্রবীণ তিরাশি বছরের পুরোহিত চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী শোনালেন–বাপ ঠাকুর্দার মুখে শোনা স্বপ্নে দেখা নিম কাঠের সিদ্ধেশ্বরী কালীর গল্পকথা।

আজ থেকে ৪৫০ বছর আগে, বাড়ির আদিপুরুষ পন্ডিত ঘন্টেশ্বর দেবশর্মা পাশের গ্রাম শ্যাওড়াবেড়িয়া গ্রামের এক শ্মশানের কাছে স্বপ্নে পাওয়া কাঙ্খিত সেই নিম গাছের দেখা পান। শ্রদ্ধা ভরে নিমগাছতলে কাঁদতে থাকেন মা.. মা.. বলে।এক অমাবস্যার সকালে ১০৮ কলসি দুধ ও ১০৮ কলসি গঙ্গাজল দিয়ে নিম গাছ শুদ্ধচারণ করেন ঘন্টেশ্বর দেবশর্মা। সেই সাথে ১৫ জন মহাপন্ডিত দিয়ে ৩ রাত ৪ দিন ধরে নিম গাছ তলে চলে পুজোপাঠ ও হোমযজ্ঞ। যজ্ঞ চলাকালীন এক ভোরে আবার স্বপ্ন দেখেন দেবশর্মা। এবার দেবী বলেন– আমি তোর শ্রদ্ধা–ভক্তি, পুজোপাঠ ও যজ্ঞে সন্তুষ্ট হয়েছি, এবার তুই আমার গাছ কেটে আমাকে নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা কর। সেই মতো চলে নিষ্ঠাবান কাঠ মিস্ত্রির সন্ধান। কাটা হয় নিম গাছের দুটো গুঁড়ি। এক বছর ধরে চলে প্রতিমা নির্মাণের কাজ। নির্মাণ পদ্ধতি ছিল খুব কঠিন। স্নান করে শুদ্ধ মনে সকাল থেকেই চলতো প্রতিমা নির্মাণের কাজ। কাজ শেষে সন্ধ্যা বেলায় একবার মাত্র হবিষ্যি। একটি গুঁড়ি থেকে তৈরি হয় সিদ্ধেশ্বরী কালীর মূর্তি। আর এক গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হয় শব শিবের মূর্তি। শ্মাশানের কাছেই তৈরি হয় দেবীর ছিটেবেড়ার ঘর। এক কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে হোম– যজ্ঞ ও পুজোপাঠের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয় পুরোপুরি নিম কাঠের তৈরি সিদ্ধেশ্বরী কালী। শ্যাওড়াবেড়িয়া গ্রামে পুজোপাঠের অভাব দেখা দিলে দোলায় করে সিদ্ধেশ্বরী কালীকে নিয়ে আসেন– রঘুনাথপুর গ্রামের চক্রবর্তী বাড়ির সীতারামতলায়। সীতারাম মন্দির ঘরেই বসেন সিদ্ধেশ্বরী কালী। গত ৭০ বছর ধরে এখানেই চলে দেবীর নিত্যপুজো ও কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় ধূমধাম করে বড় পুজো।

পুজোর কিছু রীতিনীতি এক হলেও দেবীকে এই বাড়িতে দেওয়া হয় নিরামিষ খিচুড়ি পায়েস ও নানাবিধ ব্যাঞ্জনের ভোগ। যেহেতু দেবীকে বিসর্জন করা হয় না, তাই বাঁধা হয়না লাল সুতো ও তীর কাঠির কোন বেষ্টনী।

জেলায় সম্পূর্ণ নিম কাঠের তৈরি দেবী কালী খুব একটা চোখে পড়ে না। স্বপ্নে পাওয়া দেবীকে নিয়ে চক্রবর্তী বাড়ির খুব গর্ব। কালীপ্রেমী ভক্তদের মুখে মুখে সিদ্ধেশ্বরী কালীর নাম। তাই শত কষ্টেও তারা দেবীর আরাধনায় রাখতে চায় না কোন খুঁত। সেই মতো এখন চলছে তার প্রস্তুতি। চক্রবর্তী বাড়ির পুরুষ তরুণ, অসীম, সমিত ও শান্তনুর পাশাপাশি হাত মিলিয়েছে বাড়ির গৃহবধূ চিত্রলেখা, বন্দনা, পদ্মরানী, অনিমা, সুষমা, মন্দিরা ও তুলি–র দল।

পশ্চিম গাজীপুরের চক্রবর্তী পরিবারের জোড়া কালীপুজো

অসীম কুমার মিত্র

হাওড়া জেলার আমতা ২ নম্বর ব্লকের অধীন গাজীপুর গ্রাম। আমতা থানার অন্তর্গত এই গ্রামের ইতিহাস বহু প্রাচীন। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে গাজীপুর বা তার আশপাশের গ্রামগুলির ভৌগলিক চিত্র ছিল অন্যরকম। বন্যাকবলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল ওইসব গ্রাম। গ্রামগুলোর কোলঘেঁষে দামোদর নদ প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশিরভাগ অংশই জলমগ্ন থাকত। আনুমানিক ৫০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রথম পুরুষ এবং তৎকালীন বর্ধমান মহারাজার রাজ পুরোহিত সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার ভাই সাধক ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নৌকা করে বেড়াতে আসেন গাজীপুরে। সেইসময় গাজীপুরের অবস্থা ছিল অনেকটা শ্মশানপুরীর মতো। অধিকাংশ স্থানই ছিল জলে ডোবা। তারই মধ্যে উঁচু ঢিবির মতো কিছুটা জায়গা ছিল জলের উপরে। সেই জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটান বর্ধমান মহারাজা এবং বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়েরা। পরের দিন সকালে মহারাজ যখন বর্ধমানে রওনা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, সেসময় সাধক ওঙ্কার নাথ গাজীপুর থেকে আর ফিরে যেতে চাইছিলেন না। মহারাজা কারণ জানতে চাইলে ওঙ্কারনাথ বলেন, গত রাতে মা আমাকে স্বপ্নাদেশ দেন যে, মাটির ওই উচুঁ ঢিবির নিচে থেকে(বর্তমানে যে জায়গায় মায়ের মন্দির রয়েছে) আমাকে তুলে এনে ওই জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে। সাধকের মুখে এই কথা শোনার পর মহারাজা সাধকের দাদা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বর্ধমানে ফিরে গেলেন। দিন কয়েক কাটার পর সীতানাথও আর বর্ধমানে থাকতে চাইলেন না। একদিন তিনি মহারাজাকে বললেন তিনি ভাই এর কাছে ফিরে যেতে চান। আপনি ব্যবস্থা করুণ। তখন মহারাজা সীতানাথকে নিয়ে গাজীপুর এলেন এবং গাজীপুরের সেই স্থানেই উঁচু ঢিবি থেকে মাকে(বিশেষ ধরনের এক ধাতুর তৈরি মায়ের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ) উদ্ধার করে মায়ের মন্দির এবং সীতানাথদের বাসস্থান নির্মাণ করে দিলেন। সেই থেকে শ্যামা মায়ের পুজো শুরু এবং আজ অবধি তা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সীতানাথবাবুর

চার পুত্র। এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি ,কেবল তার বংশধরেরাই সাধক ওঙ্কারনাথের অবর্তমানে পুজোর সময় মায়ের সামনে পাতা আসনে বসার অধিকারী। সেই পরম্পরা আজও বজায় রয়েছে। বর্ধমান মহারাজা হতে প্রাপ্ত রাজ চক্রবর্তী উপাধি সীতানাথবাবুর চার পুত্র হতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে বন্দ্যোপাধ্যায়–এর পরিবর্তে। সাধক ওঙ্কারনাথ একদা চার ভাতুস্পুত্রদের বিধান দিলেন, বছরে একবার সকলে মিলে একত্রিত হয়ে তাদের নিত্য পূজিত মূর্তির অনুরূপ মাটির প্রতিমা তৈরি করে পঞ্চমুন্ডি বেদীতে বসিয়ে,'দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের পুজো–আরাধনা করতে। সেই থেকে এই পুজো পূর্ব নিয়মরীতি মেনেই চলে আসছে। প্রায় ৩৫০ বছর আগে এই পরিবারের এক কর্তার সাথে পরিবারের বাকি সদস্যদের পুজো বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় ওই কর্তা আলাদা ভাবে একই রকম প্রতিমা নির্মাণ করে, একই নিয়ম মেনে ঐ চৌহদ্দির মধ্যেই পুজো শুরু করেন। সেই থেকে চক্রবর্তী পরিবারের পুজো জোড়া কালীপুজো হিসাবে পরিচিতি পায় এবং ওই জায়গাটি 'জোড়া কালীতলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। শুরুর দিকে পুজোর দিনে নৈবেদ্য হিসাবে ৬মন ১০ শের চাল দেওয়া হতো। তখন এই ব্যবস্থা করে দিতেন বর্ধমান মহারাজা নিজেই। বর্তমানে নৈবেদ্য দেওয়া হয় ২মন চালের। বলি প্রথা আছে এখানে। প্রতিবছর একটি করে পাঁঠা বলি হয় এবং সেটা আবশ্যিক। পুজোর প্রথম দিনে পঞ্চব্যাঞ্জন ও মাছের ভোগ মাকে অর্পণ করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ বিজয়ার দিন সকালে মাকে নিবেদন করা হয় ,পান্তাভাত আর কাসুন্দি দিয়ে শোল মাছ। এটা এই পরিবারের চিরপ্রথা। পরিবারের বর্তমান সদস্য(বড় কর্তার বংশধর) শুকদেব চক্রবর্তী জানালেন, মায়ের নিত্য পুজো তিনিই করেন। তিনি আরও বলেন, গাজীপুরে সর্বপ্রথম কালী পুজো হয় তাদের পরিবারেই। মা এখানে খুবই জাগ্রত এবং গোটা গ্রাম সেটা মানে। এখানে মায়ের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরের নাম কালী পুকুর। ওই পুকুরের জল নিয়ে মায়ের পুজোর যাবতীয় কাজ করা হয়। কালী পুকুরের জল খুবই পবিত্র। এই বিষয়ে অতীতের এক ঘটনার কথা জানালেন শুকদেব বাবু –তার কোনো এক পূর্বপুরুষ, যিনি পুজোর দিনে মায়ের আসনে বসবেন ,তার আগের রাত্রে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভীষণ জ্বর নিয়ে আসনে বসার অবস্থায় নেই তিনি । সেই সময় পরিবারের পরামর্শে কালী পুকুরের জলে ডুব দিলেন তিনি। আশ্চর্যভাবে, জল থেকে ওঠার পর তার জ্বর উধাও। সম্পূর্ন সুস্থ তিনি। তারপর যথারীতি তিনি মায়ের আসনে বসলেন এবং পুজো করতে সফল হলেন। চক্রবর্তী পরিবারের এইপুজোর প্রতিমা গড়ার মাটি ওঠে দুর্গাপুজোর দশমীর দিনে। প্রতি মাসের অমাবস্যায় পঞ্চমুণ্ডি বেদীতে মায়ের আরাধনা হয়। পরিবারের বর্তমান গৃহকর্তী শুকদেব বাবুর স্ত্রীর কথায়, মা আমাদের বড়ই আদরিনি, মাকে নিয়েই আমাদের বেচেঁ থাকা। আজও গভীর রাতে মায়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি আমরা শুনতে পাই। কালীপুজোর দিন মায়ের আরাধনায় চক্রবর্তী পরিবারের সাথে সামিল হওয়াই যায়।

ডায়মন্ড হারবারে মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ অক্টোবর স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবস উদযাপন করা হল ডায়মন্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে। বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত/ দাস কৈবর্ত সমাজের সৌজন্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সকালে খাদি ভাণ্ডারের সামনে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর আবক্ষ মূর্তিতে ও শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। দেশবরেণ্য চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও শহরের অন্যান্য নাগরিকরাও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। তিনি উভয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল তাঁর আলোচনায় উভয়ের নিখাদ দেশ প্রীতির কথা উল্লেখ করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভূমিপুত্র চারুচন্দ্র ছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য বিনোবা ভাবের ভাবশিষ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম এ এবং বিএল পাশ করার পর তিনি কিছু দিন ডায়মন্ড হারবার কোর্টে ওকালতি করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় তিনি সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন ডায়মন্ড হারবার কোর্টের আইনজীবী ও মহকুমা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি গঙ্গাধর হালদার। স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিম বঙ্গের প্রথম খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেও ১৯৫২ সালে সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯৪৫ সালে গান্ধীজি ডায়মন্ড হারবারে এক জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, গঙ্গার ওপারে ১৯৪২ সালে তমলুক থানা দখল কর্মসূচিতে জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হন ৭২ বছরের মাতঙ্গিনী হাজরা। এর আগেও তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নানা কর্মসূচিত অংশগ্রহণ করেছেন। কারাবাসও করতে হয়েছে। বেশ কিছুদিন বহরমপুর জেলে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। অনেকেই ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

শিক্ষক ও সমাজকর্মী সিদ্ধানন্দ পুরকাইত বলেন, অনগ্রসর সমাজ থেকে উঠে আসা যেসকল মানুষ দেশ সেবা ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এখনও তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া কিংবা ইতিহাসে সেভাবে মূল্যায়ন হয়নি। চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শহীদ আশুতোষ দলুই, মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ আরো অনেকের নাম করা যায়। এবিষয়ে তিনি সমাজের শিক্ষিত সচেতন মানুষদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শান্তিনিকেতনে গান্ধী শিল্প বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের বিশ্বংবাংলা হাটে শুরু গান্ধী শিল্প বাজার। সারা দেশের বিভিন্ন শিল্পীরা তাদের হস্তশিল্প তাঁত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে হাজির হন। ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর বেলা ১২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চলবে এই মেলা। উদ্বোধনে ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পসদনের অধ্যাপক অরবিন্দ মণ্ডল, জেলা শিল্প অধিকর্তা সৌমেন দত্ত, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। সাধারণ কাঁথা শিল্পী থেকে কীভাবে পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটেছে সেকথা শিল্পীদের কাছে তুলে ধরেন তৃপ্তিদেবী। জেলা শিল্প আধিকারিক সৌমেন দত্ত বলেন, আল্পনা, সোলা ও বাটিক শিল্প যাতে জিআই তকমা পাই সেই চেষ্টা চালানো হচ্ছে। শিল্পীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন কর্মকর্তারা।

থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন অফ গোবরডাঙ্গার বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন অফ গোবরডাঙ্গার উদ্যোগে শেষ হল দ্বিতীয় পর্বের বন্যা কবলিত এলাকার শিশুদের নতুন বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। বৃহত্তর গোবরডাঙ্গার বেলেনী অঞ্চলের বন্যায় দুর্গত শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় গত ২১ অক্টোবর। প্রায় অর্ধশতাধিক ছেলেমেয়েদের হাতে নতুন জামা কাপড় তুলে দিয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে ট্যাগের সদস্যরা আনন্দিত। এদিনের বস্ত্র বিতরণ পর্বে ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বাপ্পা দে, জয়দীপ বিশ্বাস, অভিক দাঁ সহ অন্যান্যরা।

বাগনানে ব্যতিক্রমী সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার এক ব্যতিক্রমী সাহিত্য সভা দেখার সুযোগ হল বাগনান মহিলা বিকাশ কেন্দ্রে। সভার আয়োজক প্রকৃতি নির্ভর সাহিত্য পত্রিকা 'বসুধৈব উৎস প্রাণ'। পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস এক ব্যতিক্রমী মানুষ। ২০০২ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাগনান বেড়াবেড়িয়ায় তিনি গড়ে তোলেন স্নেহাঞ্জলি প্রাকৃতিক ভেষজ উদ্যান। গত ২৩ বছর ধরে এই মানুষটি আবার প্রকাশ করেন বসুধৈব উৎস প্রাণ প্রকৃতি নির্ভর সাহিত্য পত্রিকা। এই সভায় প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনার মানুষের কথা মনে দাগ কাটে। আবার ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ভয়ংকর কথা। অতল সমুদ্রের জলের ভারসাম্য হারিয়ে যেতে বসেছে। যে শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে সমুদ্রের ছোট ক্রিল মাছ, সেই শ্যাওলা কমে যাচ্ছে। তারফলে সঙ্কটে পড়েছে ক্রিল মাছ। ছোট ক্রিল মাছ হলে কি হবে, তাকে খেয়ে বেঁচে থাকে সমুদ্রের বৃহৎ তিমি মাছ। অবাক লাগার কথা। আরও অবাক কাণ্ড! একটা তিমি মাছের জন্য প্রতিদিন ২-৩ টন ক্রিল মাছের প্রয়োজন। শুধু ক্রিল বা তিমি মাছের বেঁচে থাকার কথা নয়, মহা সঙ্কটে পড়েছে অতল জলের অক্সিজেন চক্র। শুধু জল কেন ডাঙাতেও বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্যের সঙ্কট তৈরি হয়েছে। আমাদের লোভে আমরা ধ্বংস করে চলেছি বনজ সম্পদ। আমাদের লালসায় মেরে খেয়েছি নানা বন্য প্রাণী। আবার আমাদের ক্রোধে প্রতিনিয়ত আমরা মেরে ফেলি বিলুপ্ত বন্যপ্রাণ। তারফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাজ্য প্রাণী বাঘরোল। হারিয়ে যাচ্ছে পেঁচা, খটাশ, গোসাপ, কাঠবিড়ালি, নেকড়ে ইত্যাদি। হারিয়ে যাচ্ছে শকুন, চিল, চড়াই, কাক, টুনটুনি, বউবসন্ত সহ কত শত পাখি।পেঁচা বেঁচে থাকলে কত ইঁদুর খেয়ে কৃষকের ফসল রক্ষা করে, তা আমরা কেউ ভেবে দেখিনা।আমরা ভেবে দেখি না শকুন, কাক বেঁচে থাকলে কত মৃত ও পচা পশু পাখি খেয়ে আমাদের পরিবেশ স্বচ্ছ রাখে। এই যে দীপাবলি আসছে বাজি ও পটকা ফাটিয়ে আমরা পরিবেশের কতটা ক্ষতি করি, তা একবার ভেবে দেখেছেন কি! তীব্র আলোর ঝলকানিতে কত শত কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয় কে ভাববে তাদের কথা।আমরা কেবল আনন্দেতেই মেতে থাকি। মুশকিল হচ্ছে এই সচেতন সাহিত্য সভায় মানুষজন কম থাকেন। আবার যারা থাকেন তারা সব বয়স্ক নাগরিক। নতুন ও এই প্রজন্মের মানুষকে এই ভয়ংকর কথা জানাবে কে? কে করবে তাদের সচেতন? সভা থেকে এই প্রশ্ন উঠেছে বারবার। পত্রিকা উদ্বোধনেও বারবার প্রশ্ন উঠেছে নতুন প্রকৃতি ভাবনার লেখক চাই। বেঁচে থাকুক 'বসুধৈব উৎস প্রাণ'। দীর্ঘায়ু হন ডাঃ সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস।

ঋত রশ্মির কবিতায় মিলন সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা : ২৩ অক্টোবর বেহালার শরৎ সদনে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঋতরশ্মি সংস্থার ১৫ তম বার্ষিক কবিতায় মিলন সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের ২জন প্রযোজক যথাক্রমে নন্দিনী চ্যাটার্জি এবং চঞ্চল কুমার বাগ। আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ও দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ এবং সৃষ্টি কেবল নেটওয়ার্কের চেয়ারপার্সন রাজনারায়ণ চৌধুরী, গীতিকার রাজীব দত্ত, কবি স্বপন মান্না প্রমুখ। মোমবাতি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিরা। ঋতরশ্মি সংস্থার প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী আলোক ও ধ্বনি সহযোগে মনমুগ্ধকর একক ও সমবেত আবৃত্তি নিবেদন করে। ছাত্রীদের মধ্যে একক আবৃত্তিতে স্নেহা, গায়ত্রী, মানসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবৃত্তির কোলাজের সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন সুচিস্মিতা বাগ, সঙ্গীতা সেন এবং পারমিতা চ্যাটার্জী। সংস্থার কর্ণধার ও প্রশিক্ষক রশ্মির একক আবৃত্তি সকলের মন ছুঁয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে ঋত রশ্মির কবিতায় মিলন সন্ধ্যা অনুষ্ঠানটি সকলের উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে এক গীতি কবিতা আলেখ্য তোলে তিলোত্তমার বিচারের দাবি।

'দানা'র হানাতেও অদম্য নতুনগ্রামের কাঠপুতুল মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দানা'র হানাতেও বন্ধ হল না ঐতিহ্যবাহী নতুনগ্রামের কাঠপুতুল মেলা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী কালনা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত পূর্বস্থলী থানা এলাকার পীলা পঞ্চায়েতের অধীনস্ত নতুনগ্রাম এবারও কাঠপুতুল মেলাকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে। সারা বিশ্বের নজরকাড়া বাংলার এই প্রত্যন্ত গ্রামের ৭০টিরও বেশি পরিবারকে নিয়ে প্রতিবছর কাঠপুতুল মেলা বসে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দানা'র চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করেই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে নতুনগ্রামে ২৫ অক্টোবর থেকে ৩দিন ব্যাপী এই মেলা শুরু হয়। বাংলা নাটক ডট কম'র উদ্যোগে এবং কোল ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত ৩দিনের ঐতিহ্যবাহী

এই মেলায় যোগ দিয়েছে কাঠপুতুল প্রস্তুতকারী ৭০টির অধিক পরিবারের পাশাপাশি বেশকিছু খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য স্টল। মেলায় হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে হাতেকলমে পুতুল তৈরির কৃৎকৌশল দেখার পাশাপাশি বিকিকিনির যথেষ্টই সুযোগ থাকে। আর সেই টানে প্রতিবার মেলার এই ক'দিন নতুনগ্রামে দেশবিদেশের অনেককেই ভিড় জমাতে দেখা যায়। কিন্তু, এবারে দানা'র হানার কারণে মেলার আনন্দে কিছুটা ছন্দপতন হলেও আয়োজক এবং শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল যথেষ্টই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শতাধিক বছর আগে নতুনগ্রামে কাঠের দরজা জানালা সহ আসবাবপত্র তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে কাষ্ঠখোদাই শিল্পের দিকে ঝুঁকতে থাকেন শিল্পীরা। মূলত নরম এবং টেকসই কাঠের ওপর খোদাই করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, শৌখিনদ্রব্য সহ আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। এখানকার হস্তশিল্পীদের তৈরি কাঠের পেঁচার নানা আঙ্গিক সারাদেশে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। একসময় নতুনগ্রামের এই শিল্পের কথা পৌঁছেও যায় বিশ্বের দরবারে। বাংলানাটক ডট কমের প্রধান কর্মকর্তা মলয় দাস বলেন, এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই নতুনগ্রামের কাঠপুতুল মেলার আয়োজন করতে হয়েছে। তবে, মেলাকে কেন্দ্র করে এখানকার শিল্পী সহ হস্তশিল্পপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহে কিন্তু কোনও খামতি দেখা যায়নি।

কবিতা

মরীচিকা
দত্তা রায়

ফাঁকা ফুটপাথ শূণ্য জনপথ
দুরন্ত গতিতে আমি
ফেলে পালিয়ে আসছি
সব পিছুটান
পথ চলতিরা সব ঘরে ফিরছে
দুচোখ জুড়ে শুধু মরীচিকা,
আমার
এত জল, বিষণ্ণ বৃষ্টি
ক্রমশঃ ঝাপসা লাগছে।
এখন রোদ চশমাই সম্বল
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দঃ ২৪ পরগণা)

সুখের ইতিহাস
বিধান সাহা

সুখের ইতিহাস রচনা করার মত
শক্তি আমার ছিল না
একা একা যে চলা জীবনের মাঝখানে
নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন
আবেগের উল্লাসে দৌড়ানো
নতুন পরিস্থিতি সামলে
এসব মুখ্য হয়ে ওঠে নি
হাড়ভাঙা পরিশ্রমে
ব্যর্থতার অসংখ্য হিসেব
ধরা দিয়েছিল পর্যালোচনায়
সুখের অণু পরমাণু
উল্লেখযোগ্যতা পায় নি
জীবনের চলমানতায় ...
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল-৪১)

ঈশ্বর একা থাকুক
অরুণ কুমার মান্না

সমুদ্র বুক থেকে ঢেউ ছুঁড়ে দ্যায় জাগ্রত
কোথাও লেখা নেই ওদের অসীম ক্ষত!
মন্ত্রপূত মেঘ যেন একই বৃত্তে গোপন অশ্রু
মুক্তি নেই, দিন পার হয় আজকাল পরশু ...
সীমার বাইরে অপরিসীম চতুর মৃত্যু ডাক
জীবিত আত্মা ধাবিত সেই দিকে, ভেসে যাক্–
ঈশ্বর একা থাকুক তৃষিত নারীর অপেক্ষায়
ঘুমন্ত যে নারী নিজের ঠোঁট ছিঁড়ে চুমু খায়!
আগুন পোড়ায় আবার জন্ম দ্যায় দ্রৌপদীর
যার সুললিত নাভিকুণ্ড ঘিরে পাঁচটা বীর
রাত্রি জাগে, রাত্রি সুখে পরিপূর্ণ মানব সভ্যতা
একই ভূমিতলের অতিথি বক্তা ও শ্রোতা!
আদি অন্ত জন্ম মৃত্যু সব শেষ না কিছু বাকি?
তবে সবাই চলো তাঁর চরণে হাত রাখি
(বিনগ্রাম, হুগলী)

গোধূলী
অভিজিৎ মিত্র

সূর্যের আলো ছুঁয়ে যায় গোধূলীর শরীর
দীর্ঘশ্বাস গোপন রেখে মেঘেরা উড়ে যায়
লাদাখ কাজা কিন্নরের অনন্ত শূন্যে
বৃদয়ের তীব্র আলো জ্বেলে জীবনের অদ্ভুত
গল্প পাঠ করে বেঁচে থাকে অনিকেত মানুষেরা!
সবুজ আলপথ ধরে হেঁটে যায় পরিশ্রমী,
সংগ্রামী জেদী কৃষকের দল ...
টলমলে ভারসাম্যে রোজনামচা লেখে স্বদেশপ্রেমী
মেহনতী মানুষ
দিশাহীন জীবনে অবিন্যস্ত সাংসরিক ঘটনা গুলো
পরপর সাজিয়ে আলকাতরার মতো অন্ধকারে
বসে থাকে সংশয়ী গৃহবধু, মনে তার কোনো
সাঁঝবাতি নেই, নেই বিশুদ্ধ বিতুন্ন প্রেম,
কেবলই দোলাচলে স্তম্ভিত স্মৃতিরা ভারাক্রান্ত
এই সব দুঃখী মানুষদের মনে আবহমান
স্ব-প্রাণ বেঁচে থাকার নির্ভীক চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।
(কলকাতা-৪৭)

উদ্ধৃতি
স্বস্তিকা ঘোষ

মুখটা বার বার ভেসে উঠছে।
বিকৃত মুখোশ নাকি আচম্বিত আবছায়া
নিথর হয়েও কত কি বলছে।
একটা দমবন্ধ জাতির বুলি ফুটেছে
পঙ্গুদের প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে
যারা নারীদের তৃতীয় শ্রেণীর তকমা দিয়েছে
ঘরের মধ্যে মৌন পুতুল চেয়েছে।
শান্তির সুললিত কণ্ঠে মন ভরেছে
তারাও আজ রাস্তায়!
আমাদের স্বাধীনতা দিতে একজোট হয়েছে।
পুরুষ তো একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চায়
তবে আজ কি বিবেকের দংশন!
প্রজাতির মূর্ত প্রতিচ্ছবিতে ভয় পেয়ে সরব?
নারীকে পণ্য করে রাত রঙিন করেছে।
আজ তবে শিউরে উঠছ কেন?
হাজার হাজার বছরের প্রাচীন প্রথা চলছে
সভ্যতা যোগ্য তো তোমাদের স্বীকৃতি দিতে?
(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪পরগণা)

মৃত্যু যন্ত্রণা
কানাইলাল সাহু

ছাই চাপা আগুন থেকে
জন্ম নেয় নূতন একটি প্রাণ।
শ্যাওলার নীচ থেকে উঁকি দেয়
ছোট্ট চারা গাছ।
পাড়-ভাঙা নদীর কিনারে
গড়ে ওঠে নতুন এক বসত
আকাশে ছড়িয়ে পড়ে মুক্ত কোলাহল
ধ্বংসের ভেতর থেকে
জেগে ওঠে নির্মাণ কৌশল,
আর একটি ধ্বংসের কাহিনী।
নদী জানে না তার জন্ম কথা
জানে না প্রেম বিরহ
আর মৃত্যু যন্ত্রণার ব্যথা।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা-৯৩)

বাদল মেঘের খেলা
ভরত বৈদ্য

চলে যায় দূর অজানা মেঘের দেশে
যেখানে মিশবে সলিল ফটিক বেশে
বৃষ্টি নামবে সেথা পাহাড় ঘেঁষে
নদীরূপে আসবে তোমায় ভাসিয়ে নিতে।
বাদল হাওয়ার সাথে ছদ্মবেশে
রিনিঝিনি নাচের তালে জল এসে
ধরণী ভরছে শ্যামল সবুজ ঘাসে
সাগরে খাল-বিল সব যাবে মিশে।
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

নীল সবুজ পৃথিবী
সঞ্জয় কুমার নন্দী

আকাশে নীল
খুলে দেয় ব্রহ্মাণ্ডের খিল
নির্জনে ঘিরেছে গ্রহ-উপগ্রহ
নীরবতা নগরে–
বিশ্বায়ণ মেতেছে কী খেলায়–
জানে নাতো কেউ
হয়ত লুকিয়ে আছে জলধি নীচে
অসীম নীল সাগরে।
সবুজের ক্ষেত
সবুজায়তনে– মিশে যায় বনে
সব কালো মুছে দিয়ে
সূর্য প্রতিদিন জ্বলে
সবুজ হবে আরও সবুজ অরণ্যের মনে
'নীল সবুজ পৃথিবী' হবে এই ব্রহ্মাণ্ডের তলে।
(চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

প্রার্থনা
বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার

জীবন আমার করো ফুলের মতো সুন্দর শুচিশুভ্রময়
সবার জীবন যেন করতে পারি আলোময়
আসুক বরষা, উঠুক যতই ঢেউ,
বাঁধভাঙা নদীতীরে থাকুক না অন্য কেউ
আমি তোমাদের আপনার জন মনে রেখো প্রতিক্ষণ
চাইনা কারো বিষণ্ণ মলিন বদন রসদ করে
কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন,
আসুক ফিরে সবার জীবনে স্বপ্নে রঙিন উচ্ছল দিন।
আসুক ফিরে প্রভাত সূর্যের রক্তিম আভা
সে আভায় ভরে উঠুক সবার প্রাণমন
আসুক উচ্ছল দিন, আসুক শুভ লগন।
দুদিনের নাট্যমঞ্চে দাপিয়ে অভিনয় করে
কি হবে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে
দুঃখের বোঝাটা যদি না নিতে পারি বয়ে,
তবে যাবে সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে।
(শ্রীকলোনী, কল-৪০)

চিরনিদ্রা
বিজন চন্দ

চোখ বুজলেই ঘুম আসে অবচেতন মনে
অতীত সব কীর্তিকলাপ ভাসে সেই ক্ষণে
কখন হাসি ঘুমের ঘোরে ভালোবাসার নেশায়
কখন আবার বালিশ ভেজে গোপন গহন ব্যথায়।
খুঁজতে থাকি নকশিকাঁথা জীবন নদীর পাড়ে
হারিয়ে যায় নীল দিগন্ত আপন ভাবি যারে
তীবন বীণার ছিন্নতারে স্বপ্ন হয়ে ভাসে
প্রশান্তিময় গভীর ঘুমে চিরনিদ্রা আসে।
(নূতনপল্লী, পূর্ব পুটিয়ারী, কল-৯৩)

পূর্ণতা
বিক্রমজিৎ ঘোষ

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া অরণ্যের ঘেরাটোপে
নিজেকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া অসাম্য এক জীবন।
চোরাবালিতে তলিয়ে যাওয়া অশরীরীর দৃষ্টিকটু হাসি
বৃক্ষেরও হয়তো সন্দেহ হয়। সময়ের সাথে প্রেমের ক্যানভাস
জীবনগুলোকে বদলে দেয়-অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতা আসে
(হাওড়া- ৭১১ ১০১)

শিরীষ গাছের নীচে
রবীন প্রামাণিক

শিরীষ গাছের নীচে জেগে আছে সে,
জেগে আছে হাঁটাপথ সবুজে মাখামাখি
সবুজ মনোরম ঘাস বক-হাঁটা জলাজমি
বাঁশঝাড়ে মড়মড় আর অসংখ্য পাখি।
ধানক্ষেত জেগে আছে যেন সারথি
ঐ পথে চলে গেছে ঙনশ্যাম একাকী
কতবার চলে গেছে রাধাদের বাড়ি,
পাগলী সুরের সুরে সুরে মোহনায়
বাজায় বাঁশি দিবারাত্রি মাটির দাওয়ায়।
বাতাস ও কথা বলে মরমী সুরে
কানে আসে কে ডাকে যেন কত দূরে
শিরীষ গাছের নিচে যতবারই হেঁটে যাই
আমার পায়ের তলায় ছন্দ হারায়
কে নাচে দ্রুত লয়ে বুকে উন্মাদনা
ডাকে, চলে যাই গ্রামের অন্তরে।
তখন উচ্ছ্বাসে হৃদয় নাচে দ্রুত গতি
কতদিন পরে দেখা এমনও মুরতি,
মনে হয় এ তো আমার, আমার কামনায়
ছিলে তুমি পাগলিনী- রাধা যেন শ্যামে হারায়।
(রিজেন্ট এস্টেট, কল-৯২)

ছাওয়াল বিহনে
দীপক কুমার মৃধা

আমার সোনা বাপ্, আমার অভি বাপ্
একবার কোলে আয়, তোরে আদরি আয়।
কি কইরা কই, খারাপ খবর বড়ই
এট্টা ছাওয়াল আমারে, মা- ডাইকতো কত্তোকুরে,
সি ছাওয়ালডা নাই। আয় অভি বাপ-
সেই ছাওয়ালডা ভালো ছেলো বুটেক- ইমন ভালো
লুকটারে অপমান কইরেছেলাম
উয়ার বৌ, বিটি, ছাওয়াল, সবার কাছে মিছা কইলাম
উ আমারে বড় মাইনতো, উ আমারে সম্মান কইরতো,
এতো গালি তারে দেলাম, কুছু বলে নাই।
পাইলাম না তারে আর না পাইলাম।
উ চইলা গিছে তারাগো আমারে ফাঁকি দ্যাছে গো।
বাপ অভি, উ আমার ছাওয়াল, আমারে মা ডাকা ছাওয়াল।
(নরেন্দ্রপুর কলকাতা-১০৩)

সেই নারী
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

একটি গোপন ইচ্ছাকে, এতদিন সযত্নে লালন করেছে সে
তোমাকে দেখার এবং ভালবাসার পর।
আপন করে পাওয়ার স্বাদ অজান্তে কখন শিকড় গেড়েছে মনে
সে নিজেও তা বোঝেনি।
ক্রমশঃ সে সাধ ছড়িয়ে পড়েছে অলস মুহূর্তে,
বিলম্বিত করেছে দুপুর দীর্ঘ করেছে বিনিদ্র রাত।
আজ তোমার আসার বার্তা, বয়ে আনলো শ্রাবণ মেঘ
ঝড়ো অস্থিরতা উড়িয়ে দিল শতাব্দীর প্রাচীন সংস্কার
লালিত ইচ্ছেগুলো ফিরে এলো বৃষ্টিতে সতেজ হয়ে।
জীবনের জটিলতা অনেকটা পার করে এসে,
সেই নারী পরম আশ্বাসে ভরসার দরজা দিল খুলে
নিষেধের সব বাধা ভুলে।
(বেলগাছিয়া, কলকাতা)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২- ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন — এই ঠিকানায় ॥ সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611)

শিশির মঞ্চে মাইম উৎসব

সবুজ সেন : প্রায় ৪ দশকের বেশি সময় ধরে মাইমের চর্চা করে চলেছেন মূকাভিনয় শিল্পী কমল নস্কর। দেশে ও বিদেশে নানা অনুষ্ঠান করে পেয়েছেন সম্মান, পুরস্কার ও খ্যাতি। ২০১৯ সাল থেকে কমল নস্কর পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের নানা ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মাইম শিল্পী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তাঁর জবনের একটাই লক্ষ্য মুকাভিয়ের প্রচার, প্রসার ও সবার মধ্যে এই শিল্প ধারাকে পৌঁছে দেওয়া। কমল নস্কর প্রতি বছর নতুন প্রতিভার সুযোগ দিতে।মাইম ফেস্টিভ্যাল করেন।

১৭ অক্টোবর পশ্চিম বঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও মডার্ন মাইম সেন্টারের উদ্যোগে শিশির মঞ্চে হয় মাইম উৎসব। উদ্বোধনে ছিলেন গৌতম দে,তন্ময় চক্রবর্তী,মানস কুমার ঠাকুর, সৈকত হালদার। এ ছাড়াও ছিলেন বর্ণালী ব্যানার্জি, কমলা কান্ত জানা, আরিফুল ইসলাম মন্ডল,সুদীপ্ত মুখার্জি।

এদিন সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ওয়ার্কশপ, সেমিনার। কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনার সেন্টার থেকে বাছাই করা মূকাভিনয় শিল্পীদের নিয়ে হয় মাইম পারফরম্যান্স: জীবনের মূল্যবোধ। এখানে ছিল এই ৮ টি পারফরম্যান্স: গাছের আত্মকথা, যান্ত্রিক শিশু,দূষণ, প্রতিবাদী পাখি, বন্দি বানর, এক পৃথিবী একটাই পরিবার, বীর জটায়ু, বিসর্জন।।প্রতিটি কাজ দর্শকদের মুগ্ধ করে।

ছবি : মৌমিতা মিত্র

আঁতস কাঁচে

নিলাম নভেম্বরেই

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যখন প্রথম টেস্ট খেলবেন রোহিত-বিরাটরা, সে'সময়ই নাকি আইপিএলের মেগা নিলাম। নিলামের প্রস্তাবিত তারিখ সমস্যায় ফেলেছে বিসিসিআইকে। ক্রিকেট বিষয়ক এক ওয়েবসাইটের খবর, ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ বা জেড্ডায় মেগা নিলামের আসর বসতে পারে। টেস্ট সিরিজ ও আইপিএল নিলামের সম্প্রচার স্বত্ব রয়েছে ডিজনি স্টার নেটওয়ার্কর কাছে। তাই লাইভ দেখানোর জন্য সমস্যায় পড়বে সম্প্রচারকারী চ্যানেলও। চূড়ান্ত কী হবে তা সরেজমিনে দেখতে সৌদি আরবে গেছেন বোর্ডের একটি দল। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

বিরাট মন

সত্যিই বদলে গেছেন বিরাট কোহলি। ২২ গজে মাইলস্টোন স্পর্শ করতেই পারেন, কিন্তু মন এখন ধর্ম্মে-কর্ম্মেই। সময় সুযোগ পেলেই ধর্মীয় স্থানে যান বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা। তা হয়তো মনসংযোগ বাড়াতেই! সদ্য নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে। জানা গেছে, এরপরই নাকি শিবির ছাড়েন বিরাট কোহলি। সমাজ মাধ্যমে এক ভিডিও ভাইরাল হয়, সেখানে দেখা যাচ্ছে মুম্বইতে কৃষ্ণ দাসজির কীর্তন শুনছেন বিরুষ্কা। এবারই প্রথম নয়, এর আগেও দেশ-বিদেশে কৃষ্ণ দাসজির কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন তাঁরা। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী মহাকাল মন্দিরও পরিদর্শন করেন। দুজনে বৃন্দাবনও গিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শূন্য রান করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রান করেন বিরাট। ৯০০০ রানের মাইলস্টোন ছুঁলেও, সেঞ্চুরি আসেনি তাঁর ব্যাট থেকে।

বাংলার দাপট

ডার্বিতেই বঙ্গ ফুটবলরারের হাহাকারের টিফো ঝুলেছিল যুবভারতীতে। লেখা ছিল 'গ্যালারি আজ বলছে ভাই, ডার্বিতে বাঙালি ফুটবলার চাই।' তিন প্রধানের সমর্থকরা যখন বাঙালি ফুটবলারদের অভাবে হা হুতাশ করছে, তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলার মেয়েরা। ২৯ তম সিনিয়র জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে জম্মু-কাশ্মীরকে গোলের মালাই পরাল বাংলা। এক, দুই বা দশ গোল নয়, ১৯ গোল দিল বাংলার মেয়েরা। প্রথমার্ধে হয় ১১ গোল, ৮ গোল হয় দ্বিতীয়ার্ধে। ১৯টির মধ্যে ১০টি গোলই করেন সুলঞ্জনা রাউল। এছাড়া হ্যাটট্রিক করেন মৌসুমী মুর্মু ও সোনালি সোরেন। জোড়া গোল করেন প্রিয়া রুইদাস ও বাকি একটি গোল করেন সুজাতা মাহাতো।

ভারতের হার

আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু কাজে এল না। তৈরি হল না কোনো রূপকথা। ৮ উইকেটে হার ভারতের। বাংলাদেশের কাছে হেরে এসে ৩৬ বছর পর ভারতের মাটিতে টেস্ট জয় করল নিউজিল্যান্ড। ভারতের মাটিতে এর আগে নিউজিল্যান্ডের শেষ টেস্ট ম্যাচ জয়ের নজির ছিল ১৯৮৮ সালে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সর্বনিম্ন ১০৭ রান লক্ষ্য দিয়েও ভারতের জয়ের রেকর্ড ছিল। বেঙ্গালুরুতে আর হয়নি। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ২ উইকেট হারিয়েই পেরিয়ে যায় ১০৭ রানের লক্ষ্য। বুমরাহ-সিরাজদের সামলে ইয়ং ৪৫ আর রাচিন ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে কিউয়িদের জয় নিশ্চিত করেছেন। সব মিলিয়ে এটা ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট জয়। প্রথম ইনিংসে ৪৬ রানে অলআউট হওয়ার পর সরফরাজ খানের ১৫০ ও পন্থের ৯৯ রানে ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে করে ৪৬২ রান। নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে করে ৪০২ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেট হারিয়ে তোলে ১১০ রান।

জেলায় জেলায় টক্কর

চন্দননগরের অভিষেককে ঘিরে নতুন স্বপ্ন বঙ্গক্রিকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌরভের পর আর এক বাঁ হাতি। ঋদ্ধিমানের পর আর এক বাঙালি উইকেটকিপার। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বঙ্গ ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল। চন্দননগরের এই বাঙালিই ডাক পেলেন ভারতীয় এ দলে। অনূর্ধ্ব ১৯ বাংলা দল থেকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের রিজার্ভ বেঞ্চ। বাংলায় রঞ্জি থেকে আইপিএলে দিল্লির হয়ে লড়াই। যেখানে যেমন সুযোগ পেয়েছেন নিজেকে প্রমাণ করতে উজাড় করে দিয়েছেন। নিঃশব্দে নিজের কাজটা করে গেলেও নির্বাচকদের নজরে ঠিকই পড়েছেন পারফরম্যান্সের জেরে। এমনকি খোঁজ নিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণও। এবার ডাক পেলেন ভারতীয় এ দলে। বাংলা থেকে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণরা ডাক পেলেও বাঙালি একজনই তিনি অভিষেক পোড়েল। চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতীয় এ দল মুখোমুখি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছিলেন অভিষেক। নজর কেড়েছেন সাদা বলের ক্রিকেটেও। ঋষভ পন্থ গাড়ি দুর্ঘটনার জেরে আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর উইকেটকিপারের খোঁজে ছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। তখনই সেই দলের মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে যান অভিষেক। সুযোগও পান। পন্থ আইপিএলে ফেরার পরও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। এখন ক্রিকেটে চেনা মুখই বাংলার উইকেটরক্ষক ব্যাটার অভিষেক পোড়েল।

বাংলার ফাস্ট বোলার ঈশান পোড়েলের খুরতুতো ভাই অভিষেক। চন্দননগর রথের সড়ক এলাকায় অভিষেকের বাড়ি। সেখানেই থাকে তাঁর পরিবার। ছোটবেলায় টিভিতে ক্রিকেট দেখে খেলার প্রতি আগ্রহে ন্যাশনাল ক্লাবের ক্রিকেটার প্রদীপ মণ্ডলের কাছে ভর্তি করে দেন বাবা। তখন থেকেই উইকেট রক্ষক হিসেবে গ্লাভস হাতে মাঠে নেমে পড়া। তবে সচিনের যেমন আচরেকর স্যার, কোহলির যেমন রাজকুমার শর্মা, ধোনির যেমন কেশব স্যার, তেমনি অভিষেকের ক্রিকেটীয় উত্থান বিভাস স্যারের হাত ধরেই। অভিষেকের যখন ৯ বছর বয়স তখন দাদা ঈশান পোড়েল তাকে দেশবন্ধু পার্কে নিয়ে আসে ময়দানের নামী কোচ বিভাস দাসের কাছে। যিনি কলকাতা ও জেলাতেও একাধিক কোচিং অ্যাকাডেমির হেড কোচ পদে রয়েছেন। প্রথমে উইকেটকিপিং করলেও, ব্যাটার হিসেবেও নিজেকে মেলে ধরার পরামর্শ দেন বিভাস স্যারই। আইপিএলে পিঞ্চ হিটার হিসেবে দারুণ নজর কাড়েন অভিষেক। বিভাস দাস দারুণ খুশি অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের এ দলে ছাত্রের সুযোগে। অভিষেকই তাঁকে প্রথম ফোন করে জানায় এই সুখবরটা। কোচ বিভাস দাস বলেন, ' ৯ বছর বয়স থেকে অভিষেক শিখছে। প্রথমে উইকেটকিপিং করলেও, ওর দ্রুত রান করার ক্ষমতা দেখে ব্যাটিংয়েও মন দিতে বলি।' সৌরভ গাঙ্গুলী শুধু দিল্লিতেই সুযোগ দিয়েছেন এমন নয়। বিভাস দাস জানান, অভিষেককে মূল্যবান টিপসও দেন সৌরভ। তিনি বলেন, ' সৌরভের মতোই বাঁ হাতি অভিষেক। ব্যাটিংয়ের উন্নতিতে নানা টিপসও দেন মহারাজ।' তবে বিভাস দাসের হাত ধরেই ক্রিকেটে একের পর এক ধাপ উঠে এসেছেন অভিষেক।

চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে অভিষেকের পড়াশোনা। ২০১৯ এর অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট দলের সদস্য ছিল অভিষেক। তারপরে রঞ্জি ট্রফিতে দুর্দান্ত ফলাফল। আইপিএল বরাবরই স্বপ্ন ছিল অভিষেকের। মিলেছে সেই সুযোগও। এবার লক্ষ্য ভারতীয় দল। তার আগেই সুযোগ মিলেছে ভারতীয় এ দলে। অভিষেকের এমন সাফল্যে খুশি বেহালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অন্যতম কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জীও। একসময় তার আকাডেমিতেই অনুশীলন করতেন অভিষেক। বিশ্বজিৎও দিতেন টিপস। পন্থ থেকে জুরেল, ঈশান থেকে সঞ্জু উইকেটের পিছনে থাকার দাবিদার এখন অনেক। কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী মনে করেন, 'আমরা সবসময় আশাবাদী। নিশ্চয়ই আর এক বাঙালিকে আমরা দেখতে পাব ভারতীয় দলে। লড়াই করেই জায়গা করে নিতে হয়। অভিষেক সেই প্রমাণই করছে। সুযোগের নিশ্চয়ই সদব্যবহার করবে। একদিন অভিষেককেও দেখতে পাব জাতীয় দলে।' অন্যদিকে, অভিষেকের অন্যতম কোচ বিভাস দাস বলেন, 'বয়স সবে ২২ বছর অভিষেকের। এখনও অনেক সময় আছে। এখনও অনেক সুযোগ আসবে।' অভিষেক এখন সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। অভিষেক পোড়েলের সামনে যে বাঙালিদের স্বপ্নপূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

বহড়ুতে দুদিনের রবার বল প্রতিযোগিতা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে গ্রামবাংলায়। সে জায়গা দখল করছে মোবাইল গেম। সেদিকটার কথা মাথায় রেখে শনিবার ও রবিবার দুই রাত্রিব্যাপী রবার বল খেলা প্রতিযোগিতা হল জয়নগর থানার বহড়ু দিঘীরপাড় মাদ্রাসার মাঠে। বহড়ু দিঘীরপাড় গ্রামবাসীদের সহায়তায় আমরা সবাই এর পরিচালনায় এই খেলায় হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ১৬টি দল অংশ নেয়। ১৯ অক্টোবর রাতে আতসবাজির মধ্যে দিয়ে এই খেলার শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর থানার এস আই সন্দীপ সামন্ত,বহড়ু ক্ষেত্র

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলা পরিচালন কমিটির পক্ষে সুজাউদ্দিন গাজী, রফিকউদ্দিন সেখ, সুজাউদ্দিন সেখ সহ আরো অনেকে। রবিবার রাতে ফাইনাল খেলা হয়। এই খেলা দেখতে আশপাশের এলাকা বহু ক্রীড়া প্রেমিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল বয়েজ বাস্কেটবলে তিনটি গ্রুপেই চ্যাম্পিয়ন পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায় : রাজ্যস্তরের স্কুল বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় (পুরুষ) তিনটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়নের খেতাব জয় করল পূর্ব বর্ধমান জেলা। গত ১৯ অক্টোবর বর্ধমান শহরে শ্রীঅরবিন্দ স্টেডিয়ামে ৪দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের আয়োজনে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এই জমজমাট প্রতিযোগিতার মোট তিনটি বিভাগ ছিল। অনূর্ধ্ব ১৪, অনূর্ধ্ব ১৭ এবং অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগের এই বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররাই শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি আই অব স্কুল বৃন্দাবন মিত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু সায়নী দাস, জেলা পরিষদের শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। পূর্ব বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সম্পাদক অরুণাভ কোনার বলেন, এবারে ৬৮তম এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে রাজ্যের ১০টি জেলা অংশগ্রহণ করেছিল। ফাইনালে পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে হুগলি জেলা। অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল ১১টি জেলা। এই বিভাগের ফাইনাল খেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাকে পরাজিত করে পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় স্থান দখল করে দক্ষিণ কলকাতা। অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে মোট ৯টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। এই ক্ষেত্রেও পূর্ব বর্ধমান জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে সেন্ট্রাল কলকাতা। অরুণাভবাবু বলেন, অন্যান্য খেলার পাশাপাশি বাস্কেটবল খেলাতেও পূর্ব বর্ধমান জেলার ছেলেমেয়েদের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।

৬৮ তম রাজ্য স্কুল গেমস এ স্বর্ণ পদক বলাগড়ের প্রিয়াঙ্কার

সুব্রত মণ্ডল, বালগড় : সম্প্রতি ৬৮তম রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিক্সে সোনার পদক জিতল হুগলির জিরাটের আশুতোষ স্মৃতি মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস। এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সিদের ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের এমএসএফ অনুশীলন কেন্দ্রে হয়। বিভিন্ন প্রান্তের ৩৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। সবাইকে পিছনে ফেলে বলাগড়ের উত্তর গোপালপুরের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা পদক জেতে। প্রিয়াঙ্কার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানান, ১০ বছর বয়স থেকে প্রিয়াঙ্কা জিরাট অ্যাথলেটিক্স কোচিং অ্যাকাডেমিতে কোচ পবন পণ্ডিতের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। উত্তর গোপালপুর বনশ্রী ক্লাবের মাঠে চলে অনুশীলন। বাবা পিঙ্কু বিশ্বাস জানান, ২০২৩ সালে কলকাতায় রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে প্রিয়াঙ্কা সোনা পায়। একই প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার দৌড়ে সে ব্রোঞ্চ জিতেছিল। মা-বাবা, ভাই, দাদু-

ঠাকুমাকে নিয়ে প্রিয়াঙ্কার সংসার। বাবা পিঙ্কু বিশ্বাস ও মা সুপ্রিয়া বিশ্বাস দু'জনেই গাছের নার্সারির শ্রমিক। পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি সচ্ছল নয়। পিঙ্কু বলেন, '২০০-২৫০ টাকা রোজে কাজ করি। আমাদের দু'জনের আয়ে কোনওমতে সংসার চলে। মেয়েকে খেলার উপযুক্ত সরঞ্জাম কিনে দিতে পারি না। এক জোড়া ভাল জুতো কিনতে লাগে ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। আমাদের ক্ষমতার বাইরে। বারোশো-পনেরোশো টাকার জুতো পরে মেয়ে অনুশীলন করে। সেই জুতো এক বছরের বেশি ব্যবহার করা যায় না। কোচ পবনবাবু আর্থিকভাবে অনেক সাহায্য করেন।' মা সুপ্রিয়া বিশ্বাস জানান, পড়াশোনা, নাচ, ভলিবলেতেও প্রিয়াঙ্কা খারাপ নয়। তবে এখন ধ্যানজ্ঞান দৌড় আর দৌড়। দিনে ৩-৪ ঘণ্টা বনশ্রী ক্লাবের মাঠে অনুশীলন করে। মেয়েকে তাঁরা বলেন বলেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিযোগিতায় নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য নাতনিকে সর্বদা উৎসাহ দেন ঠাকুমা সুমনা বিশ্বাসও। নাতনির সাফল্যে চোখে আনন্দাশ্রু নিয়েই তাকে মনে করিয়ে দেন, এখনও অনেক দৌড় বাকি। পরিবারের ও এলাকার মানুষজনের আশা, অলিম্পিকে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে প্রিয়াঙ্কা। বলাগড়ের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক গৌরব চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'প্রিয়াঙ্কার জন্য আমরা গর্বিত। শুভকামনা রইলো।' কোচ পবন পণ্ডিতের তার প্রতি বিশেষ নজর 'ভর্তির দিন থেকেই প্রিয়াঙ্কার মধ্যে কিছু করার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। প্রতিভা রয়েছে। আগামীতে লক্ষ্য পূরণ করবে।'

আর প্রিয়াঙ্কা বলছে, 'বাবা-মা অনেক কষ্ট করে আমাকে বড় করার চেষ্টা করছেন,আমি চেষ্টা করব পরিশ্রম করে ভবিষ্যতে আরও বড় জায়গায় যাওয়ার। দেশের হয়ে খেলতে চাই।'

পুরো ফিট শামি আগে রঞ্জি খেলতে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোট সারিয়ে পুরোদমে অনুশীলন করছেন মহম্মদ শামি। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে বাইশ গজে না-নামা ক্রিকেটার জানান, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি সবুজ সংকেত দিলেই বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলতে প্রস্তুত তিনি। বোলিং কোচ মর্নে মর্কেলের তত্ত্বাবধানে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে একঘণ্টারও বেশি সময় পুরোদমে বোলিং অনুশীলন করেন শামি। হাজির ছিলেন সহকারি কোচ অভিষেক নায়ারও। হাঁটুতে স্ট্র্যাপ বাঁধা থাকলেও অনুশীলনে বা অনুশীলন শেষে কোনওরকম অস্বস্তি অনুভব করেননি ২০২৩ বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেটশিকারি। শামি বলেন, 'অর্ধেক রান-আপে বোলিং করছিলাম আমি। কিন্তু কাল সাহস করে পুরো রান-আপেই অনুশীলন করেছি। তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি। আমার শরীর ভালোভাবেই সায় দিয়েছে। আমি সুস্থ হচ্ছি ক্রমশ।' এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে বাইশ গজে ফেরা অর্থাৎ আসন্ন বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে খেলার প্রশ্ন । শামি উত্তরে বলেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিই মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমি কোনও তাড়াহুড়ো করতে চাই না। পুরো ফিট হয়ে আমি বাংলার হয়ে প্রথমে রঞ্জি খেলতে চাই।' তাহলে কি আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ইডেনে শুরু হতে চলা কেরলের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে হাত ঘোরাতে দেখা যাবে শামিকে? উত্তরে বঙ্গ পেসার বলেন, 'সবকিছু নির্ভর করছে কত দ্রুত আমি উন্নতি করছি তার উপর। হাঁটুতে কোনও সমস্যা আর নেই। তবু এনসিএ মেডিক্যাল টিমের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় রয়েছি। সেটা পেয়ে গেলে কেরলের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে খেলতে প্রস্তুত আমি।' কেরল ও কর্ণাটকের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে মাঠে নামলে তা বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির আগে শামির জন্য যে সবচেয়ে ভালো ড্রেস রিহার্সাল হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়াও ডানহাতি জোরে বোলারের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়।

দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট থেকে

অপসারিত সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌরভকে সরিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট হলেন বেনুগোপাল রাও। আর জিএসডব্লু সৌরভকে জিএসডব্লু স্পোর্টসের ক্রিকেট ডিরেক্টরের দায়িত্ব দিয়েছে। দুই সংস্থার হাতে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানা। একটা হল জেএসডব্লু গ্রুপ, অন্যটা জিএমআর গ্রুপ। দুই সংস্থার মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঠিক হয়েছে, ২ বছর করে এক-একটা সংস্থার হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব থাকবে। ফলে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের আইপিএলে দল ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব সামলাবে জিএমআর। জিএমআর গ্রুপের কর্ণধার কিরণ কুমার গ্রান্ধি। আইএল টি২০ ও মেজর লিগ ক্রিকেটে যথাক্রমে দুবাই ক্যাপিটালস ও সিটল অরকাস দলের মালিক। সিটল অরকাস দলের হেড কোচের দায়িত্বে রয়েছেন বেণুগোপাল রাও। তাঁর সঙ্গে কিরণ কুমারের সম্পর্ক ভাল। যেহেতু আগামী ২ বছরের ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব জিএমআর গ্রুপের হাতে, ফলে সবকিছু ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তাই আগামী ২ বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের দায়িত্ব বেনুগোপাল রাওয়ের হাতে তুলে দিয়েছে জিএমআর গ্রুপ। জেএসডব্লু গ্রুপের কর্ণধার পার্থ জিন্দাল এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'জেএসডব্লু স্পোর্টসে দাদা সবসময় একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে। আমাদের কাছে তিনি প্রথমে পরিবার এবং তারপর ক্রিকেটের আইকন। আমি আগেও বলেছি, সৌরভ ক্রিকেটের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের একজন। আগামী ২ বছর জিএসডব্লুর ডিরেক্টর অব ক্রিকেট হিসেবে আইপিএলে ও মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটালস ও প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের দায়িত্ব সামলাবেন।'

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে

পড়তেই হবে

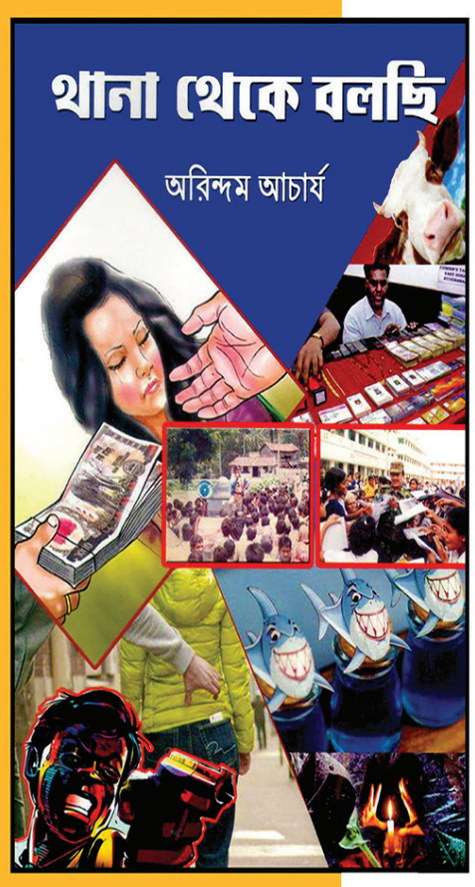

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/- টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com